আশ্চর্য্য কথা হয়ে গেছে

সমরেশ মজুমদার

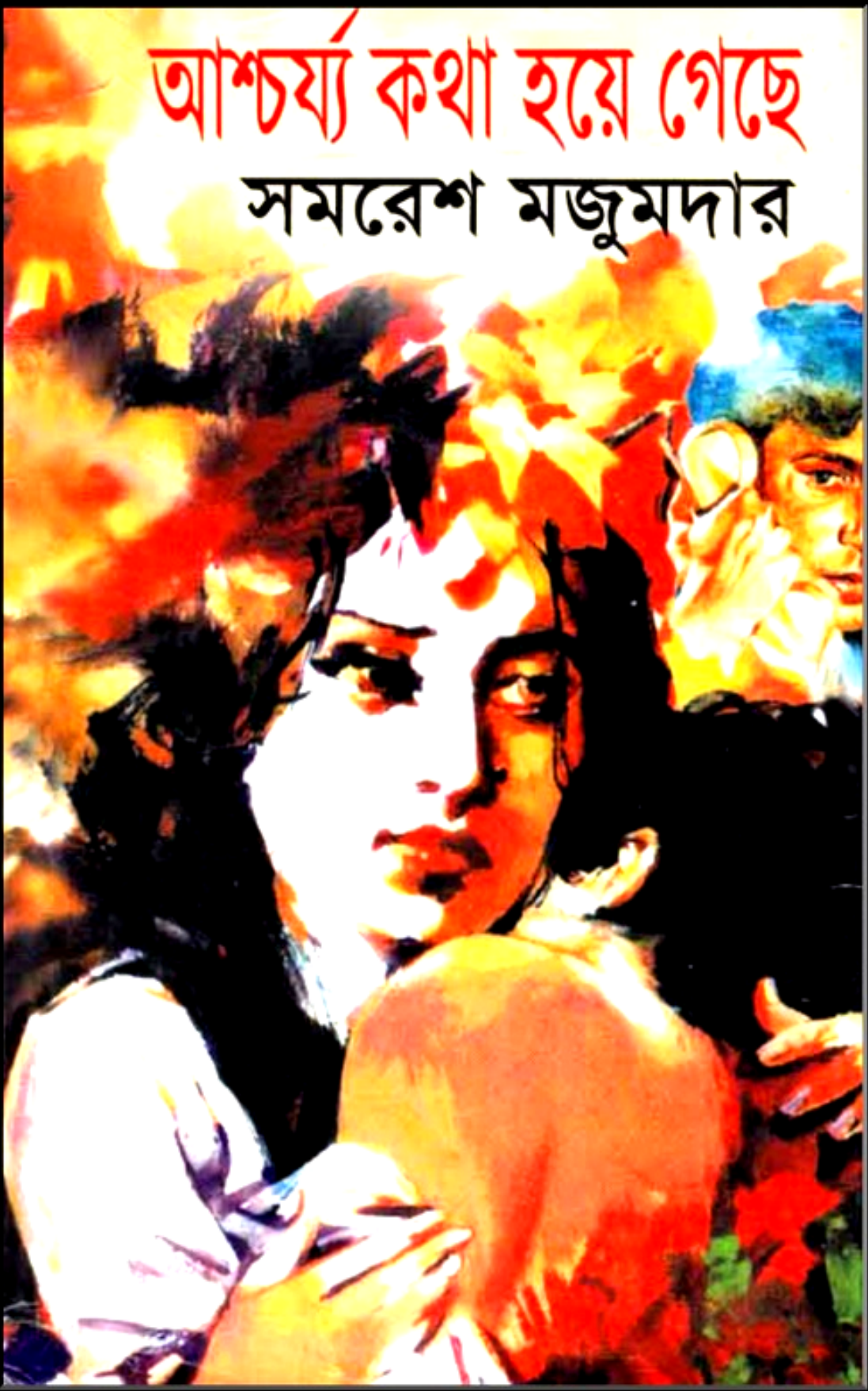

আশ্চর্য্য কথা হয়ে গেছে

সমরেশ মজুমদার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অর্ণব চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল নিউজার্সির আতালান্তিক শহরের একটি ক্যাসিনোতে। ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা দরকার।

ইউরোপের ওপর দিয়ে যারা আমেরিকায় বেড়াতে যান তাদের বেশিরভাগই থাকেন নিউইয়র্কে। ওদেশের এই একটি শহর যেখানে মানুষ ফুটপাতে হাঁটে। নিউইয়র্কের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখার সময় জানতে পারা যায় কাছাকাছি নিউজার্সির শেষ প্রান্তে আটলান্টিক সমুদ্রের গায়ে লাসভেগাসের আদলে একটি শহর ওরা তৈরি করেছে যেখানে জুয়ো খেলা হয় দিবারাত্র। শহরটির মূল আকর্ষণ হল ক্যাসিনোগুলো। লাসভেগাস আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে, অনেক দূরে, তাই টুরিস্টরা চলে যান আতালান্তিক শহরে। নিউইয়র্ক থেকে বাসে আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। বাস কোম্পানিগুলো নানান রকমের প্রলোভন দেখায় ওখানে যাওয়ার জন্যে। এমনকী বিনা পয়সায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসে তারা। সিজার, তাজমহল, ট্র্যাম্প ইত্যাদি এক একটি ক্যাসিনোর নাম। ওখানকার আইনিব্যবস্থা এত সুন্দর যে কোনও টুরিস্টকে বিপদে পড়তে হয় না। আর ক্যাসিনোতে বিভিন্ন রকমের জুয়োখেলার মধ্যে স্লট মেশিন ঢুকিয়ে বোতাম টেপো। চাকা ঘুরবে তৎক্ষণাৎ। ভাগ্যে থাকলে ডলার বেরুবে। তবে বেশির ভাগ টুরিস্টই ডলার খুইয়ে আসেন ওখানে।

প্রথমবার আমি গিয়েছিলাম উনআশি সালে। তারপরে আরও কয়েকবার। মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে শহরটা। ভাগ্য যাচাই করার যন্ত্রগুলোর কাছে যেতে আমার বেশ মজা লাগে। এবারও গিয়েছিলাম।

বাস থেকে নেমে দেখলাম আকাশ মেঘে ছাওয়া। আটলান্টিক সমুদ্রের ওপরে মেঘ। তার গা ঘেঁষে রাস্তা। রাস্তার এধারে পর পর ক্যাসিনোগুলো। হাওয়া বইছে খুব। প্রথমে সমুদ্রের ধারে গেলাম। এবার দেখলাম বেশ কিছু দোকান হয়েছে জলের ওপরে। এ ক্যাসিনো থেকে ও ক্যাসিনোতে যাওয়ার জন্যে রিকশা এসে গেছে। আমেরিকার কোথাও আমি রিকশা দেখিনি।

সিজার নামক ক্যাসিনোতে ঢুকলাম। দিনরাত এখানে সমান, একই আলো জ্বলে। স্লট মেশিনের শব্দ টুংটাং বেজে যাচ্ছে সমানে। এখন বেলা এগারোটা, কিন্তু এখনই বেশ ভিড়। ডলার ভাঙিয়ে টোকেন নেবার জন্যে লাইনে দাঁড়ালাম। চেঞ্জ লেখা কাউন্টারটায় দুজন কাজ করছেন। কাছাকাছি যেতেই বুঝলাম ওদের একজন এশিয়ার মানুষ। লম্বা, স্বাস্থ্য, ভাল, বেশ গম্ভীর। দশ ডলারের নোটটা দিয়ে চল্লিশটা কয়েন চাইবার সময় লক্ষ করলাম ছেলেটির বুকে ওর নাম লেখা রয়েছে প্লাস্টিকের চাকতিতে। পড়লাম অর্ণব চৌধুরী। সে যখন আমায় টোকেনগুলো দিচ্ছিল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নিশ্চয়ই বাঙালি।

জ্বি।

আমি হেসে টোকেন নিয়ে একটা স্লট মেশিনের সামনে গিয়ে বসলাম। ছেলেটি

যেহেতু জ্বি বলেছে তাতে আমি ধরে নিচ্ছি ও বাংলাদেশের মানুষ। বাংলাদেশের কত ছেলে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। এই আমেরিকায় তাদের সংখ্যা কম নয়। ওরা রোজগার করে পড়াশুনাই করছে না, দেশেও টাকা পাঠাচ্ছে। একটা দেশের অর্থনীতির অনেকটাই নির্ভর করছে এদের ওপর।

তিরিশটি কয়েন গিলে ফেলল মেশিন, আমার ভাগ্যে একটি ডলারও জুটল না। হঠাৎ দেখলাম সেই ছেলেটি যার নাম অর্ণব চৌধুরী, আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবেন?

স্যার, আপনার নামটা জানতে পারি?

কেন?

আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি সমরেশ মজুমদার।

কে সমরেশ মজুমদার! ভান করলাম।

ও, তা হলে আমার ভুল হয়েছে। মাপ করবেন স্যার। আপনি বাঙালি অথচ সমরেশ মজুমদারের নাম শোনেননি অদ্ভুদ কথা। বলে অর্ণব চলে যাচ্ছিল।

আমি তাকে ডাকলাম, আপনি সমরেশ মজুমদারের লেখা খুব পড়েন?

সে খুব অবাক হল। আপনি তার নাম শোনেননি অথচ জানেন তিনি লেখেন! এটা কী করে সম্ভব?

আমি হাত বাড়ালাম, আমি রসিকতা করছিলাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ খুশিতে ভরে উঠল। নিচু হয়ে আমার পা স্পর্শ করার চেষ্টা করতেই আমি বাধা দিলাম। সে বলল, আমি কল্পনাই করিনি আমার প্রিয় লেখককে এখানে দেখতে পাব। উঃ, কী আনন্দ হচ্ছে!

ওকে থামাবার জন্যে বললাম, আপনার তো ডিউটি চলছে!

না স্যার। এই মাত্র আমার ডিউটি শেষ হল। তারপর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, আপনি নিশ্চয়ই এখন অনেকটা সময় খেলবেন?

তেমন ইচ্ছে নেই।

তা হলে চলেন, কোথাও বসে আপনাকে চা খাওয়াই।

যেতে পারি, কিন্তু একটা কথা।

বলুন স্যার! সে বেশ গম্ভীর হল।

আমাকে স্যার বলা একদম চলবে না। দাদা বলে ডেকো।

ঠিক আছে। স্যার বলাটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। হুমায়ুন আহমেদকেও আমি স্যার বলে সম্বোধন করতাম।

হুমায়ুন আহমেদ অধ্যাপনা করতেন। স্যার হওয়ার অধিকার তাঁর আছে।

সমুদ্রের ধারে প্রায় ভাসমান একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম আমরা। অর্ণবের মুখে বেশ সারল্য রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কত বছর এদেশে এসেছ?

হেসে বলল, মাত্র পাঁচ মাস।

বাড়ি কোথায়?

গ্রামে। ফরিদপুরে।

তোমার সম্পর্কে কিছু বলো।

অর্ণব একটু সমুদ্রের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমি খুব সাধারণ মানুষ। ঢাকা

BanglaBook.org

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি। চাকরি পাইনি। এখানে চলে এসে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি। শেষ পর্যন্ত আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক জামিন থাকায় এই চাকরিটা ভাগ্যগুণে পেয়ে গেছি। তবে দিনে ছয় ঘণ্টা ডিউটি, কিন্তু প্রত্যেকদিন কাজ পাওয়া যায় না।

কত করে পাও?

এরা খুব ভাল দেয়। বারো ডলার প্রতি ঘণ্টায়। ক্যাসিনো, তার ওপর টাকার হিসেব রাখতে হয় বলে বারো ডলার করে দেয়। বাইরে খুব বেশি হলে সাত ডলারের বেশি ঘণ্টা পিছু দেয় না। এখানে যা পাচ্ছি তাতে অবশ্য আমার চলে যায়। অর্ণব বলল।

কী রকম? খরচ কী রকম এখানে?

নিউইয়র্ক হলে অনেক কমে থাকা যেত। আতলান্তিক সিটি বলে বাড়ি ঘর কম, ভাড়াও বেশি। আমি আরও দুজনের সঙ্গে রুম শেয়ার করি। আড়াইশো ডলার দিতে হয়। খেতে খরচ হয় একশো। বেশ কিছু জমেও যায়। তা থেকে দুশো ডলার দেশে পাঠাই। আমার ভয় ছিল বাবা টাকা নেবেন না। কিন্তু নিয়েছেন।

কেন? ছেলে সাহায্য করলে বাবা নেবেন, এটাই তো ঠিক। তোমার মনে ভয় হয়েছিল কেন? তুমি কি কোনও অন্যায় করে এখানে এসেছ?

প্রশ্নটা করতে অর্ণব মুখ নামাল কিন্তু কোনও উত্তর দিল না। সমুদ্রের দিকে তাকাল তারপর, চায়ের গ্লাসে চুমুক দিল। আমি জোর করলাম না। প্রচুর সিগাল উড়ছে এখানে। তাদের কেউ কেউ সাহসী হয়ে আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। এই প্রথম আমি এত সিগাল দেখলাম। সমুদ্রের জাহাজিরা এদের দেখে খুব আনন্দিত হয় কারণ ওরা থাকা মানে মাটির কাছাকাছি চলে আসা, কিন্তু কয়েক হাত দূরে থেকে মনে হচ্ছে ওরা বেশ রানি পাখি।

আমাদের অবস্থা খুব ভাল না, দাদা। হঠাৎ কথা শুরু করল অর্ণব। বাবা সারাজীবন চাষবাস নিয়ে আছেন। দাদারা বেশি দূর পড়াশুনা করতে পারেনি। কেউ দোকান ঘরে, কেউ ছোটখাটো ব্যবসা। তাও বছর চারেক আগে কেউ কোনও আয় করত না। ওই চাষের ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকতে হত। জানেন, আমার মা তো দূরের কথা, আমার বাবা কখনও ঢাকা শহর দ্যাখেননি।

এমনটা হতেই পারে, হয়ও। আগেকার মানসিকতার কোনও কোনও মানুষ যারা গ্রামে-গঞ্জে থাকেন তারা বেশি ঘোরাঘুরি করা পছন্দ করেন না।

ঠিক তা নয় দাদা। ঢাকায় বেড়াতে আসা বাবার কাছে বিলাসিতার পর্যায়ে ছিল। আমি যখন শতকরা সত্তর নম্বর পেয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করলাম তখন মাস্টারমশাইরা এসে বাবাকে ধরল, আমার পড়া বন্ধ করা চলবে না। ঢাকাতে পড়তে পাঠাতে হবে। বাবা খুব বিপদে পড়লেন। তখন আমার এক মামা এসে সাহায্য না করলে আমি ঢাকায় যেতে পারতাম না। কিন্তু ঢাকায় যাওয়ার তিনমাসের মধ্যেই আমাকে টিউশনি শুরু করতে হয়েছিল। নিজের থাকা খাওয়া পড়ার খরচ তোলার সংগ্রাম করে গিয়েছি।

এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছ?

হ্যাঁ, দাদা। ডিগ্রি পাওয়ার ব্যাপারে আমি সফল হয়েছি। টিউশনি করেছি অনেকগুলো। বাকি সময় ক্লাস করেছি আর লাইব্রেরিতে কাটিয়েছি। তখনই বাংলা

BanglaBook.org

সাহিত্যের বইগুলো গিলেছি। আপনার বই-এর সঙ্গে আমার পরিচয় ওখানেই। সাতকাহনের দীপাবলি মেয়ে হয়ে অমন লড়াই করতে পেরেছে, আমি ছেলে হয়ে পারব না?

কিন্তু ভাই, এসব তো অনেক ছেলের জীবনেই হয়ে থাকে। তুমি বললে যে তোমার বাবা এখান থেকে পাঠানো টাকা গ্রহণ করবেন কি না সে ব্যাপারে তোমার ভয় ছিল।

হ্যাঁ দাদা। বলে চোখ বন্ধ করল অর্ণব।

বুঝলাম, সদ্য পরিচিতের কাছে নিজের গোপন কথাটা বলা সহজ নয়, স্বাভাবিকও নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে তোমার কেমন লাগছে?

ভাল না। বাংলা বই পড়তে পারি না। কোনও বন্ধু নেই। যাদের সঙ্গে রুম শেয়ার করি, তারা বাংলাদেশের ছেলে হলেও আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, মেলে না। একমাত্র নীনা টেলিফোন করলে ভাল লাগে। ও অবশ্য রোজ একবার টেলিফোন করে। বলল অর্ণব।

আমি গল্পের গন্ধ পেলাম, নীনা কে?

সে তাকাল আমার দিকে। একটু হাসল, আমার স্ত্রী।

আচ্ছা! তুমি বিবাহিত?

হ্যাঁ। বিবাহিত না হলে এদেশে আসা সম্ভব হত না।

এশিয়ার অনেক দেশের মানুষ জীবিকার সন্ধানে আমেরিকায় আসতে চান। কিন্তু আমেরিকান কনস্যুলেটগুলো তাদের দেশে ঢোকার জন্যে যে ভিসার দরকার তা অনেক যাচাই করে দেন। কোনওরকম স্পনশরশিপ ছাড়া যারা ভিসার জন্যে আবেদন করে তাদের ফিরিয়ে দেন ওরা। ওদের দেশে মানুষের সংখ্যা যেন বেশি না হয়ে যায়, তাই খুব সতর্ক থাকেন ওরা। আমার চাকরি চাই তাই আমেরিকায় চাকরি খুঁজতে চাই বললে ওরা কথাই বলবেন না। তবু মানুষ আসেন, আসার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেন। টুরিস্ট হয়ে ঢুকে পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে জনারণ্যে মিশে যায়, জাহাজে চাকরি নিয়ে ওদের মাটির কাছে পৌঁছে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে ডাঙায় ঢোকেন। মেক্সিকো অথবা কানাডায় কোনওমতে পৌঁছে দালালদের সাহায্যে আমেরিকায় ঢোকেন গোপন পথে। তারপর প্রায় বন্দিজীবন। পুলিশকে লুকিয়ে কাজ খুঁজতে হয়। রেস্টুরেন্ট বা দোকানে যারা এদের কাজ দেয় তারা বৈধ কাগজ না থাকার অজুহাতে অনেক কম ডলার দেয়। তবু অনেক কষ্ট স্বীকার করেও এরা দেশে টাকা পাঠায়। অর্ণব যদি ঢাকাতেই বিয়ে করে থাকে তা হলে সেই বিয়ে কখনওই আমেরিকা আসার ছাড়পত্র হতে পারে না। অতএব ও বিবাহিত না হলে আমেরিকা আসা সহজ হত না, এই কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

তোমার স্ত্রী বাঙালি?

হ্যাঁ, নীনা বাঙালি, মুসলমান।

তিনি ঢাকা থেকে রোজ তোমাকে ফোন করেন?

না। নীনা থাকে পিটসবার্গে। এখন থেকে বাসে একটা রাত যেতে লাগে।

পিটসবার্গে কেন?

ওখানে ও চাকরি করে। ও খুব চেষ্টা করছে নিউইয়র্কে চলে আসতে। আমরা তা হলে কুইন্সে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারি।

BanglaBook.org

সে কী! তা হলে তো তোমাকে আতালান্তিক সিটির চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। নিউইয়র্ক থেকে এখানে কী করে রোজ আসবে? জিজ্ঞাসা করলাম।

অর্ণব মাথা নাড়ল, আমি যদি ওখান থেকে সকাল ছটার বাস ধরি তা হলে সাড়ে আটটায় পৌঁছে যাব। দশটা-চারটে ডিউটি করে আবার সন্ধে সাতটার মধ্যে বাড়িতে ঢুকে যাব। আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাসে ওরা টিকিটের দাম হিসেবে যা নেয় তা ক্যাসিনোতে জুয়ো খেলতে ফেরত দিয়ে দেয়। তার মানে আমি যখন জুয়ো খেলছি না তখন বাসযাত্রাটা বিনা পয়সায় হয়ে যাবে।

পাঁচ ঘণ্টা রোজ বাসে যাতায়াত করবে?

রাতটা তো একসঙ্গে থাকা যাবে। অবশ্য যতদিন না পর্যন্ত আমি নিউইয়র্কে চাকরি পাচ্ছি। সিটিজেনশিপটা পেয়ে গেলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।

অর্ণব বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট। শুধু রাত্রে বউ-এর সঙ্গে থাকার জন্যে ও এত পরিশ্রম করতে চাইছে শোনার পর আমার উচিত এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন না করা। কিন্তু সিটিজেনশিপের কথা কী বলছে? বিয়ে করার আগেই কের্ড বাচ্চার নাম রাখার কথা ভাবে? মার্কিন দেশে যেসব মানুষ বে-আইনিভাবে বসবাস করছেন সরকার ইচ্ছে করলে তাদের জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারটায় তারা চোখ বন্ধ করে আছেন। যারা বে-আইনিভাবে আছেন তারা কোনও সুযোগ সুবিধে পায় না। প্রত্যেক নাগরিক অথবা গ্রিনকার্ডের মালিকের একটি সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বার সরকার থেকে দেওয়া হয়। সেই নাম্বার না থাকলে বড় চাকরি পাওয়া যায় না, হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধে পাওয়া যায় না। কোনও কারণে পুলিশের হাতে পড়লে বারোটা বেজে যায়। মাঝে মাঝে মার্কিন সরকার বে-আইনি বসবাসকারীদের কাছ থেকে আইনসঙ্গতভাবে থাকার জন্যে আবেদনপত্র আহ্বান করেন। ভারতীয়দের সংখ্যা বেশি এবং অনেক আগে থেকে তারা এসেছেন বলে তাদের কাছ থেকে আবেদনপত্র নেওয়া হয় না। বাংলাদেশের মানুষ এখনও এই সুযোগ পাচ্ছেন। লটারির মাধ্যমে যাদের গ্রিনকার্ড দেওয়া হয় তারা অবশ্যই ভাগ্যবান। গ্রিনকার্ড হল নাগরিকত্ব লাভের আগের পর্যায়। সুবিধে প্রায় একই শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না। নিন্দুকেরা অবশ্য বলে, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক তবু নাগরিক তো বটেই।

অর্ণব সবে দেশ থেকে এসেছে। ও সিটিজেনশিপ বা নাগরিকত্ব লাভের আশায় আছে বলল। তার মানে ও গ্রিনকার্ড পেয়ে গেছে। সেটা কী করে সম্ভব? ওর ক্ষেত্রে নিয়মটা বদলে গেল কী করে। জিজ্ঞাসা করলাম। ও হাসল, নীনা তো আমেরিকান সিটিজেন ও ঢাকায় গিয়ে আমাকে বিয়ে করল। স্ত্রী বা স্বামীর একজন আমেরিকান নাগরিক হলে অন্যজন গ্রিনকার্ড সহজেই পেয়ে যায়। আমি গ্রিনকার্ড নিয়েই এদেশে এসেছি।

নীনা কি তোমার অনেক আগে এদেশে এসেছে?

হ্যাঁ, অনেক আগে।

চায়ের দাম মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল নেওয়ার সময়। আমি ঘড়ি দেখছি লক্ষ করে অর্ণব বলল, আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম। আপনি ক্যাসিনোতে খেলতে এসেছেন। আনন্দ করা হচ্ছে না।

বললাম, ওখানে আনন্দ করার থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা আমার কাছে অনেক বেশি আনন্দের। তুমি এখন বাসায় ফিরে যাবে?

BanglaBook.org

হ্যাঁ দাদা। গিয়ে রান্না বসাতে হবে।

আচ্ছা! তুমি দেশে থাকতে রান্না করতে?

কক্ষনও না। গ্রামে তো ভাবতামই না। ঢাকায় থাকতাম হোস্টেলে। রান্না করার সুযোগ কোথায়। এখানে বাধ্য হয়ে করি। দোকানে গিয়ে রোজ খেতে হলে ফতুর হয়ে যাব। এদের খাবার খেতেও ভাল লাগে না। হাসল অর্ণব, নীনা অবশ্য আমাকে ঢাকায় বলেছিল রান্না শিখে নিতে। আমি কয়েকটা রান্নার বই এনেছি।

নীনার সঙ্গে তোমার ঢাকায় আলাপ? আমরা তখন সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছি। সামনে বিশাল এবং ভয়ংকর সুন্দর জলরাশি, উলটোদিকে প্রাসাদের মতো এক একটা ক্যাসিনো। হাজার হাজার মানুষ রোজ ওদের আরো বড়লোক করে দিয়ে যাচ্ছে। এরা বিনা পয়সায় বিভিন্ন শহর থেকে টুরিস্টদের নিয়ে আসে, আদরযত্ন করে এই আশায় যে এখানে এলেই সবাই খেলবে। আর খেললেও পঞ্চাশজনের মধ্যে মাত্র একজন জিতবে বাকিরা হেরে ভূত হবে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এইসব ক্যাসিনোও ভয়ংকর এবং সুন্দর।

অর্ণব বলল, দাদা, আপনাকে বলতে লজ্জা করছে, আমি তো গ্রামের ছেলে, সবসময় কী রকম সংকোচ লাগে, নীনাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম আমি কথা বলতে পারিনি।

সে কী! কেন?

ওই যে, বললাম, লজ্জা। নীনার মতো সুন্দরী, স্মার্ট চেহারার আধুনিকার ধারে কাছে যাইনি কখনও। প্রথমবার যখন দেখি তখন মনে হয়েছিল বিজ্ঞাপনের ছবি থেকে সে নেমে এসেছে। তাকে মনে হয়েছিল এক উজ্জ্বল আলোর মতো। আপ্লুত গলায় বলল অর্ণব।

কোথায় দেখেছিলে তাকে?

আমার এক বন্ধুর বাসায়। আমি গিয়েছিলাম বেড়াতে। বেশিক্ষণ বসতে পারিনি। তার সঙ্গে আলাপ না করেই চলে এসেছিলাম। কিন্তু ভুলতে পারছিলাম না। আমার স্বপ্নে সে দেখা দিতে লাগল। আমি হোস্টেলে থাকতাম। টিউশনির টাকায় খরচ মিটিয়ে যা হাতে থাকত তাতে এক জোড়া ভাল জুতো পর্যন্ত কিনতে পারতাম না। সুতির শার্ট পরতাম। তাও খুব বেশি ছিল না। নীনার একটি শাড়ির যা দাম হবে তা তখন রোজগার করা আমার স্বপ্নের বাইরে। কিন্তু সিনেমার স্টারদের মানুষ যেভাবে কল্পনা করে সেভাবে তাকে ভেবে যেতে তো দোষ নেই। আমি তাই ভাবতাম। হঠাৎ সেই বন্ধু এল। বলল আমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে। আমেরিকা থেকে তার এক আত্মীয়া এসেছেন, কয়েকজনের সঙ্গে তিনি আলাপ করতে চান। আমি এড়িয়ে যেতে চাইলাম। অত বড় বড় জায়গায় যাওয়ার অভ্যেস আমার ছিল না। কিন্তু বন্ধু বলল, আত্মীয়া বিশেষ করে বলেছেন আমাকে নিয়ে যেতে। অবাক হয়ে বললাম, গুল মারিস না। তোর আমেরিকান আত্মীয়া আমায় চিনবেন কী করে? তিনি তো আমাকে কখনও দেখেননি।

সে বলল, দেখেছেন। সেদিন তুই আমাদের বাড়ি থেকে চটপট চলে এসেছিলি। আলাপ করিসনি। উনি তোর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। এরপরের গল্পটা এইরকম।

নীনা যে তার কথা জানতে চেয়েছে সেটা মোটেই বিশ্বাস করেনি অর্ণব। হয়তো নীনার সম্মানে একটা পার্টি হবে, সেখানে বন্ধু তাকে নিয়ে যেতে চায়, এই কারণে ওইসব কথা বানিয়ে বলছে বলে মনে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অনুরোধ এড়াতে পারল না সে।

BanglaBook.org

নিজের সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে বন্ধুর সঙ্গে সে বনানীর একটি বাড়িতে হাজির হল। বাড়িটার সামনে অনেক গাড়ির ভিড়। বড় লোকদের পাড়া ওটা, বাড়িটাও খুব সুন্দর। হলঘরে তখন বেশ কিছু মানুষের ভিড়। সবাই অতিথি হয়ে এসেছেন। তাদের পোশাকের পাশে নিজের জ্যামপ্যান্টকে খুব খারাপ লাগছিল তার। সে লক্ষ করল সবাই যে পেপসি বা কোকোকোলা খাচ্ছে তা নয়, সুন্দর গ্লাসে রঙিন তরল পদার্থটি নিশ্চয়ই হুইস্কি। পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধু জিজ্ঞেস করল, কী খাবি! কোল্ড ড্রিঙ্ক না হার্ড ড্রিঙ্ক?

কিছু খাব না। নিচু গলায় বলেছিল অর্ণব।

দূর বোকা। পার্টিতে এলে কিছু একটা খেতে হয়। তুই হুইস্কি খেলে আমিও এক গ্লাস খেতে পারি তবে বড়দের এড়িয়ে যেতে হবে। ওই দিকে চল, ওখানটা নির্জন, বড়রা কেউ নেই, ওখানে চল।

অর্ণব ততক্ষণে দেখে নিয়েছে নীনাকে। দূরে কয়েকজনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। তারা যে এসেছে সেটা লক্ষই করেনি। বন্ধুর সঙ্গে যেখানে ও গিয়ে দাঁড়াল সেখানে বয়স্করা কেউ নেই। দুটি অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে পেপসি খেতে খেতে ইংরেজিতে কথা বলছে। মেয়েটার পোশাক খুব আধুনিক। তবে সেই সঙ্গে গালে মুখে বেশ চঙি চঙি ভাব ফুটিয়ে তুলছে। ছেলেটা তাই দেখে গদগদ হয়ে পড়েছে। ওরা কাছে যেতে ছেলেটা যেন বিরক্ত হল। মেয়েটাকে অন্যদিকে যেতে বলল। মেয়েটা এমন ভাব করল যাতে মনে হল অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, তারা কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

বন্ধু বেয়ারাকে ডাকল। তারা সাদা পোশাক পরে ড্রিঙ্ক সার্ভ করছিল। একজন বেয়ারা ট্রে নিয়ে এগিয়ে আসতেই বন্ধু বলল, নে, হুইস্কির গ্লাসটা তোল।

অর্ণব বলল, না। বলেছি তো, ও জিনিস কখনও খাইনি, খাব না।

এক গ্লাস খেলে কিছু হবে না। তুই তো আগে কখনও ঢাকায় আসিসনি। এলি কেন? কলেজে পড়িসনি, পড়লি কেন? আগে খাসনি বলে কখনও খাবি না এ হতে পারে না কি? ধর, একটু একটু করে খা। বন্ধু ধমকালো।

অগত্যা অর্ণব গ্লাসটা নিল। রঙিন মদ না, সাদা জলের গ্লাস। বেয়ারাটাই বলল, আপনি এটা খান, লেডিস ড্রিঙ্ক, ভদকা উইদ লেমন।

ভয়ে ভয়ে চুমুক দিতেই বেশ ভাল লাগল।

সুন্দর লেবু লেবু গন্ধ। একটা বড় চুমুক হিমশীতল ভদকায় দিয়ে সে বলল, এটা বোধহয় মদ না, কী বলিস?

তার দেখাদেখি বন্ধুও ওই বস্তু নিয়েছে। বন্ধু বলল, এটা বোধহয় দামি সরবত। শুনলি না বেয়ারাটা বলল, লেডিস ড্রিঙ্ক। দূর! আমি ভেবেছিলাম এই সুযোগে একটা হুইস্কি খাব। তুই না সত্যি মফস্বলী।

বারে! আমার কী দোষ? বেয়ারাটাই তো এটা দিল। তবে অর্ণব কিন্তু এটা খেতে বেশ ভাল লাগছে। শেষ করলে আর একটা দেবে? অর্ণব গ্লাসটা শেষ করতেই একজন প্রবীণ মানুষ এগিয়ে এলেন, এই যে, কী খাওয়া হচ্ছে?

বন্ধু বলল, জ্বি সরবত।

প্রবীণ মানুষটি বললেন, তুমি শোনো তো হুমায়ুন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। নীনা তো তোমাদের আত্মীয়?

হ্যাঁ চাচা। বন্ধু কথা বলতে বলতে মানুষটির সঙ্গে ওপাশে চলে গেল।

BanglaBook.org

একা একা দাঁড়িয়ে গ্লাস থেকে চুমুক দিতে ভাল লাগছিল না। সেই ছেলে মেয়েটিও এখন ওখানে নেই। দূরে একটা একটা খালি সোফা দেখে বসে পড়ল অর্ণব। ততক্ষণে গ্লাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। অর্ণব আবিষ্কার করল তার মুখ কান বেশ গরম হয়ে গেছে। আর কী রকম ফুরফুরে লাগছে শরীর। এই সময় সেই বেয়ারাটা ট্রে নিয়ে কাছে এসে তার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করল, আর একটা ভদকা কি আপনাকে দেব?

ঘাড় নাড়ল অর্ণব। নতুন গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল সে। এখন এদিকেও নতুন অতিথিরা এসে গিয়েছেন। প্রচুর লোককে এরা দাওয়াত দিয়েছেন। উপলক্ষটা কী তা বন্ধু তাকে বলেনি। দ্বিতীয় গ্লাসটা যখন শেষ হল তখনই অর্ণব বুঝতে পারল তার শরীর ঠিক নেই। মাথাটা বেজায় ঘুরছে। শরীরের সাড় যেন অনেকটা কমে গিয়েছে। তার কি ওই সরবত খেয়েই নেশা হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়াতে মনে হল পা টলে গেল। এই সময় যে-কোনও লোকের সঙ্গে কথা বললেই সে ধরা পড়ে যাবে। অর্ণব সিঁটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সে যত সতর্ক হতে চাইছে তত তাকে দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে এটাই বুঝতে পারছিল না। অর্ণব ঠিক করল, আর এখানে নয়, এ বাড়ি থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে যাবে। কাউকে বুঝতে দেবে না নেশা হয়েছে।

সে পা বাড়াতেই মনে হল একটু বেশি এগিয়ে গেল। সঙ্গে দু পা জড়ো করে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী করা যায়? আর তখনই দূর থেকে এগিয়ে আসা দুটো মানুষকে সে ঝাপসা দেখল। কাছে আসতেই বুঝতে পারল নীনাকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধু ফিরে এসেছে। বন্ধু বলল, এর নাম অর্ণব চৌধুরী, ফরিদপুরের ছেলে। আর ইনি হল নীনা আপা।

সোজা হল অর্ণব, আপনি ওর আপা হতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে তা বলতে পারব না। কারণ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সুন্দরী মহিলাদের কোনও সম্বোধন করা উচিত নয়। কারণ তারা শেষ পর্যন্ত সুন্দরী।

তোর নেশা হয়ে গেছে অর্ণব। চাপা গলায় বলল বন্ধু।

হয়েছে কি হয়নি জানি না, তবে আমি ভুল বলিনি।

তুই হোস্টেলে ফিরে চল। বন্ধু তার হাত ধরল।

দাঁড়াও হানিফ, রবীন্দ্রনাথ ওই কথাগুলো কোথায় বলেছেন অর্ণব?

কেন? চোখ বন্ধ করল অর্ণব, আমার এই মুহূর্তে কবিতাটার নাম মনে পড়ছে না, খুব খারাপ ব্যাপার কিন্তু, ওই যে, নহ মাতা নহ কন্যা, পড়েননি? বোধহয় পড়েননি। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বই পাওয়া যায় কি না জানি না।

নীনা মিটিমিটি হাসছিলেন, ঠিক বলেছেন। আপনি আমাকে নীনা বলে ডাকবেন। তারপর হানিফের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, উনি তো ঠিকই আছেন, কাউকে বিরক্ত করছেন না। ওকে কেন নিয়ে যাচ্ছ?

না, যদি কিছু করে ফেলে!

কী খেয়েছেন অর্ণব?

সরবত। ভদকা উইদ লেমন। দু গ্লাস। দারুণ।

তুই এর মধ্যে দু গ্লাস খেয়ে নিলি? বন্ধু অবাক।

ঠিক আছে। হানিফ, তুমি ওকে নিয়ে বাঁদিকের ওই দরজাটা দিয়ে ভেতরে চলে যাও। প্রথম বাঁ হাতের ঘরে ঢুকে দেখবে বিছানা আছে, উনি ওখানে ঘণ্টাখানেক রেস্ট নিন, তা হলেই ঠিক হয়ে যাবেন।

BanglaBook.org

বন্ধুর হাত ধরে অর্ণব যে ঘরে এল সেটি সুন্দর সাজানো। এরকম ঘরে সে কখনও থাকেনি। অর্ণব ভেবেছিল বন্ধু নিশ্চয়ই তাকে খুব বকবে। কিন্তু তা না করে বন্ধু বলল, একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। যা বুঝলাম মাঝরাত পর্যন্ত পার্টি চলবে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে হুইস্কি খেলে কেউ না কেউ দেখবে, সবাই তো সিনিয়র। তুই এখানে রেস্ট নে, আর তোর নাম করে দু গ্লাস হুইস্কি বেয়ারার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসি।

বন্ধু বেরিয়ে গেলে অর্ণব খাটে বসল। হঠাৎ তার ইচ্ছে করল শুয়ে পড়তে। সে বালিশে মাথা রাখতেই ঘুম এসে গেল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন রাত সাড়ে দশটা। ঢাকার এটা তেমন রাত নয়। সে দেখল বন্ধু সোফায় হেলান দিয়ে পড়ে আছে। সে ডাকল কয়েকবার কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। ওর সামনের টেবিলে দুটো খালি গ্লাস পড়ে আছে। অর্ণব উঠল। তার পা টলল না, মাথা পরিষ্কার। সে কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে ডাকাডাকি করেও বন্ধুর হুঁশ ফেরাতে পারল না। সরবতের পর ওই হুইস্কি খেয়ে এই কাণ্ড হয়েছে, এটা সে বুঝতে পারল। চুল ঠিক করে নিয়ে হলঘরে চলে এল অর্ণব। নীনা কয়েকজন মহিলার সঙ্গে গল্প করছেন। ঘরভর্তি এখন লোক। নীনাকে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে নীনা এগিয়ে এল সামনে, এখন কী রকম লাগছে?

খুব লজ্জা পেয়ে গেল অর্ণব। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ভাল।

আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল না। আমি আমেরিকায় থাকি। আপনার নাম অর্ণব চৌধুরী, এম এ পরীক্ষা দিয়েছেন, তাই তো?

জ্বি।

আপনি জ্বি বলছেন কেন? হিন্দুরা কি জ্বি বলে?

আমার সব বন্ধু তো মুসলমান, অভ্যেস হয়ে গেছে।

আপনার বাড়ি ফরিদপুরে?

জ্বি।

ভবিষ্যতে কী করবেন বলে প্ল্যান করেছেন?

ঠিক জানি না।

আপনি ভদকা খেয়ে কত স্মার্ট হয়ে কথা বলছিলেন এখন এত সংকোচ করছেন কেন? আমাকে কি বন্ধু ভাবা যায় না?

না, মানে, আসলে—। থেমে গেল অর্ণব।

আপনি প্রেম করেন? কোনও প্রেমিকা কি আছে?

না না। দ্রুত মাথা নাড়ল অর্ণব, আমার কেউ নেই।

শব্দ করে হেসে উঠল নীনা, ওমা! অমন চমকে উঠলেন কেন? নিশ্চয়ই আছে।

অর্ণব কাতর গলায় বলল, বিশ্বাস করুন কেউ নেই। আসলে আমার মতো সাধারণ ছেলেকে কেউ হয়তো প্রেমিক বলে ভাবতে পারেনি।

একটু ভাবলেন নীনা, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, হানিফ কোথায়?

ওই ঘরে।

ওখানে কী করছে ও?

বোধহয় বেশি খেয়ে ফেলেছে, ঘুমাচ্ছে।

কী ছেলেমানুষি ব্যাপার। ওর বাবা মা এই পার্টিতে আছে। তারা কী ভাববে? ঠিক

BanglaBook.org

আছে. আপনি এবার খেয়ে নিন। ওপাশে বুফে আছে।

অর্ণব মাথা নাড়ল। তার এখন বেশ খিদে পাচ্ছিল।

নীনা হাসল, আমি এবার আর দিন দশেক আছি। কাল বিকেলে যদি আসেন তা হলে নিশ্চিন্তে গল্প করা যাবে। আসবেন?

আসব।

পরের দিন সকাল থেকেই বুকের ভেতর মাদল বাজছিল। নীনার মতো সুন্দরী মহিলা তাকে গল্প করতে ডেকেছেন! বিকেলের টিউশনিটা সে কামাই করল। কাল যে জামাপ্যান্ট পরে গিয়েছিল সেটাই তার সেরা। কিন্তু একই পোশাক পরে রোজ কি যাওয়া যায়? রুমমেটের পাজামা পাঞ্জাবি ধার করল সে। আড়ং থেকে কেনা। এভাবে অন্যের পোশাক নিতে তার খুব খারাপ লাগছিল কিন্তু কী করা যাবে।

কাজের লোক তাকে দোতলার বারান্দায় নিয়ে গেল। সেখানে নীনা বসেছিলেন। আজ তার পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের সালোয়ার-কামিজ। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন তিনি, ওয়েল কাম। শরীর ঠিক আছে?

হ্যাঁ। আমার তো কিছু হয়নি।

আপনার বন্ধুর হয়েছিল। কাল রাত্রে এখানেই ছিল।

এখন কেমন আছে?

আমি জানি না। নিশ্চয়ই ভাল আছে।

ওর বাবা মা কি জানতে পেরেছেন?

সম্ভবত না। আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল।

আমি খুব লজ্জিত।

কারণ?

বিশ্বাস করুন, আমি কখনও মদ খাইনি। ভদকা যে মদ তা আমি তা আমি জানতাম না। খেতে ভাল লাগছিল বলে দু গ্লাস খেয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার কথা জড়িয়ে যাবে, পায়ে জোর থাকবে না বুঝতে পারিনি। আপনার বাড়িতে প্রথমবার এসে এমন কাণ্ড করার জন্যে মাপ চাইছি। অর্ণব বলল।

হঠাৎ নীনা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল, আপনার সারল্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

রোমাঞ্চিত হল অর্ণব। নরম ফরসা হাত থেকে যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ বেরিয়ে তার শরীরকে অবশ করে দিচ্ছে। সেটা লক্ষ করে নীনা জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে আপনার?

না। কিছু না।

বসুন। এখানে বসুন। কী খাবেন বলুন?

কিছু না। সোফায় বসে বলল অর্ণব।

তাই হয় কখনও! কাজের লোককে ডেকে খাবারের অর্ডার দিয়ে বললেন, আমার সম্পর্কে হানিফ আপনাকে কিছু বলেছে?

না।

হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী রকম মেয়েকে আপনার বউ

BanglaBook.org

হিসেবে পছন্দ?

দূর। বেকার লোক, টিউশনি করে বেঁচে আছি, বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন কেন?

আপনি বেশ ভাল মানুষ। কাল আপনার বন্ধু আমাকে যখন আপা বলে ডাকল তখন আপনি বলেছিলেন আমাকে আপা বলবেন না। কারণ সুন্দরী মেয়েরা কারও মা বা দিদি নয়।

আমি খুব লজ্জিত!

লজ্জিত মানে? আমাকে কি এখন দিদি বলতে ইচ্ছে করছে আপনার? তার মানে এখন আপনার কাছে আমি সুন্দরী নই।

না না, কে বলেছে আপনি সুন্দরী নন? প্রতিবাদ করল অর্ণব।

জানেন, আমি যখন ঢাকায় আসি তখন সবার সঙ্গে মিশতে চাই। বাড়িতে পার্টি দিই, হই হই করি। ভাবি সবাই আমার সঙ্গে আছে। আর আমেরিকায় যখন থাকি তখন একদম একা থাকতে হয়। কেউ আমার পাশেই নেই। আমার ফ্ল্যাটে অফিস থেকে ফিরে শুধু আমি একা। রাত্রে ঘুম আসে না।

কেন? একা কেন?

ওমা! দোকা পাব কোত্থেকে? বাবা মা যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি মারা গিয়েছে সাত বছর আগে। বেঁচে থাকতেও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুর ছিল না। মৃত মানুষের নিন্দে করতে নেই বলেই করব না। অনেকেই বলে আবার বিয়ে করছ না কেন? কাকে করব? আমার শরীর দেখে অনেকেই আসে কথা বলতে, বিরক্ত করে মারে। আমার শরীর আর রোজগারের ওপর নজর তাদের। কাউকে দেখে একবারও মনে হয়নি প্রেম করি। কিন্তু এবার এখানে এসে মনে হচ্ছে হয়তো কাউকে পেয়ে যাব। অবশ্য আল্লা যদি দয়া করেন। হাসলেন নীনা।

নীনা যে তার থেকে বয়সে বড় সেটা বুঝতে পারছিল অর্ণব। কিন্তু ওর কথাবার্তা, ব্যবহার, সৌন্দর্য বয়সকে ছাপিয়ে অন্য একটা মাত্রা তৈরি করেছে যার প্রতি আকর্ষিত না হয়ে উপায় ছিল না। সেই বিকেল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে প্রথম রাত পর্যন্ত সময়টা কখন কীভাবে কথা বলে কেটে গেল অর্ণব বুঝতেই পারল না। ওর মনে হচ্ছিল নীনার মতো সুন্দরীকে একাকী নামক এক দৈত্য বন্দি করে রেখেছে এবং যে করেই হোক তাকে ওই দৈত্যের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে।

পরের নয়দিন যেন সুখস্বপ্নে কেটে গেল। প্রায় প্রতিটি দিন ওদের দেখা হতে লাগল এবং একসময় মনে হল এই পৃথিবীতে ওরা এসেছিল শুধু নিজেদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে। ইতিমধ্যে অর্ণব জেনে গিয়েছে নীনার দুটি সন্তান আছে। তারা থাকে আমেরিকায়। নীনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল কিন্তু প্রয়োজনেই আলাদা থাকতে হচ্ছে, তিনজন তিন শহরে। অবশ্য এটা শোনার পর তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। সন্তান থাকুক বা না থাকুক, নীনা অনবদ্য। ওর কথাবার্তার ধরন, তাকানো, হাসি, চলাফেরার সঙ্গে বাংলাদেশের সিনেমার কোনও নায়িকাও পাল্লা দিতে পারবে না।

যেদিন নীনা ফিরে যাবে আমেরিকায় তার আগের রাত্রে সে অর্ণবকে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিল। ফরিদপুরের গ্রামের বাড়িতে এত দামি পদ রান্না করার কথা চিন্তাও করা যায় না। খাওয়াদাওয়ার পর ওর পাশে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় বসে নীনা প্রস্তাবটা

BanglaBook.org

দিয়েছিল, শোনো, আমার একটা কথা রাখবে?

বলো।

আমার এই বাড়িটা তো দেখছ। আসি যখন আমি তখনই সবকটা ঘর খোলা হয় নইলে কাজের লোকরা নীচতলাটা দেখাশোনা করে। ইচ্ছে করলে আমি বিক্রি করে দিতে পারি। বনানীর এই জায়গায় বাড়ির দাম অনেক। তবু মনে হয় স্মৃতিটা রেখে দিই। তুমি তো হোস্টেলে থাকো। আমার এই বাড়িতে এসে থাকলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে? নীনা তাকাল।

এ বাড়িতে? হকচকিয়ে গেল অর্ণব।

হ্যাঁ। তুমি তোমার মতো থাকবে। কাজের মেয়ে খাবার তৈরি করে দেবে। তুমি এই বাড়িতে থাকলে আমার সুবিধে হবে। একদিন অন্তর একদিন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব ফোনে। যখনই একা লাগবে তখনই বলব। প্লিজ, তুমি আমার অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়ো না।

এই যে তুমি যাচ্ছ, আবার কবে আসবে?

সামনের বছর। তার আগে ছুটি পাব না গো।

সামনের বছর। অতদিন তোমাকে দেখতে পাব না। অর্ণব বলেছিল।

কথাটা বলামাত্র নীনা তাকে জড়িয়ে ধরল। সমস্ত শরীরে যেন হাজার কদমফুল ফুটে উঠল। অনেক গল্প উপন্যাসে ভালবাসার যে বর্ণনা অর্ণব পড়েছে তা ম্লান হয়ে গেল শরীরে অভিজ্ঞতার কাছে। জানল, শরীরও কথা বলে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল অর্ণব, সেসময় নীনার অন্য আত্মীয়রাও ছিল। তাকে দেখে হানিফ অবাক, তুই এয়ারপোর্টে?

এলাম। হেসেছিল অর্ণব।

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল হানিফ। নীনা এগিয়ে এসেছিল বিদায় নেওয়ার আগে, চললাম, তুমি তা হলে কাল সকালে ওই বাড়িতে চলে আসছ?

মাথা নেড়েছিল অর্ণব।

কোন বাড়িতে? অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল হানিফ।

আমার বাড়িটাতো খালি পড়ে আছে, তাই হোস্টেল ছেড়ে ওখানে ওকে থাকতে বলেছি। বাড়িটাও দেখাশোনা হবে।

চলে যাওয়ার আগে যেন জোর করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল নীনা। আর বুকের ভেতরটা শ্রাবণের পদ্মা হয়ে গেল অর্ণবের।

নীনা নেই অথচ তার বাড়িতে আছে অর্ণব। প্রায় প্রতি সকালে ফোন আসে নীনার। বলে, কার্ড ফোন করছি, বেশি খরচ হচ্ছে না। এখানে এসে প্রতি মুহূর্তে তোমার কথা মনে পড়ছে। এতদিন যার সন্ধানে ছিলাম তাকে শেষ পর্যন্ত পেলাম তোমার মধ্যে। অথবা, কাজের লোককে টাকা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, ওরা রান্না করে দেবে। তুমি কিন্তু ভালভাবে খাওয়াদাওয়া করবে।

সাতদিনের মাথায় হানিফ এল এই বাড়িতে। তাকে দেখে বলল, বাঃ, বহাল তবিয়তে

BanglaBook.org

আছিস দেখছি। তোর মতলবটা কী বল তো?

কীসের মতলব? অর্ণবের ভাল লাগছিল না।

কী করতে চাইছিস?

আমি তোর কথা বুঝতে পারছি না।

একমাস আগেও তুই নীনা আপাকে চিনতিস না। অথচ সে-ই তোকে এ বাড়িতে থাকার অধিকার দিয়ে গেল। এর আগে অনেক আত্মীয় এখানে থাকতে চেয়েছে কিন্তু নীনা আপা রাজি হয়নি। তোকে কেন থাকতে দিল?

সেটা ওর ইচ্ছে, আমি কী বলব?

তুই নীনা আপাকে ফাঁসিয়েছিস! উনি একা, সেই সুযোগটা তুই নিয়েছিস। কিন্তু অর্ণব, বিরাট ভুল করেছিস তুই। নীনা আপার সব খবর জানিস?

কী খবর?

নীনা আপার বড় মেয়ে তোর বয়সি! হাসল হানিফ।

তোর আর কিছু বলার আছে? রেগে গেল অর্ণব।

আছে। নীনা আপার বিয়ে হয়েছিল তিরিশ বছর আগে। তখন ওর বয়স আঠারো।

হিসেব করে দ্যাখ, উনি এখন আটচল্লিশ।

অসম্ভব। শব্দটা ছিটকে বেরিয়েছিল অর্ণবের মুখ থেকে।

আমাদের যে-কোনও আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারিস। ওর বড় মেয়ের বয়স এখন সাতাশ। ছোট ছেলের বয়স চব্বিশ। তাই বলছি, তোর থেকে নীনা আপা অন্তত একুশ বাইশ বছরের বড়। হ্যাঁ, শরীরটাকে উনি এখনও ঠিকঠাক রেখেছেন বলে বয়সটা বোঝা যায় না কিন্তু কোনও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখ, উনি আর কতদিন ওইভাবে থাকতে পারবেন। আরে নেচার, নেচারের কাছে সবাইকে হার মানতে হয়। হানিফ উঠে দাঁড়াল, তোকে এখানে থাকতে দিয়েছে, থাক। কিন্তু এর বেশি এগোবার চেষ্টা করিস না, তা হলে বাকি জীবনটা পস্তাবি।

হানিফ চলে যাওয়ার পর সারাটা রাত ঘুমাতে পারেনি অর্ণব। সত্যি কি নীনার বয়স আটচল্লিশ? ওর মুখে গলায় কোথাও বয়সের আঁচড় নেই। ওই বয়সের মহিলারা যেরকম শ্লথ হয়ে যান নীনা ঠিক তার উলটো। কিন্তু হানিফ কেন তাকে মিথ্যে কথা বলবে? নিজের আত্মীয়ার সম্পর্কে কেউ তাকে বাজে কথা বলে? ও তো বললই, নীনার বড় মেয়ের বয়স সাতাশ। সেই না-দেখা মেয়েটি তারই বয়সি? তার মানে নীনা তারও মা হতে পারত? মাথা গরম হয়ে গেল তার। মনে হল এক ছুটে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে যখন সে প্রায় কাহিল তখন ফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই নীনার গলা, সুপ্রভাত।

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল অর্ণব, হ্যাঁ, সুপ্রভাত।

তোমার কী হয়েছে? নীনার গলার স্বর বদলে গেল।

কেন?

তোমার কথা বলার ধরন অচেনা লাগছে। কী হয়েছে তোমার?

কিছু হয়নি।

অর্ণব। তুমি আমার কাছে লুকিয়ো না, প্লিজ।

আমার যে কিছু হয়েছে তুমি বুঝলে কী করে?

BanglaBook.org

তার মানে তুমি স্বীকার করছ কিছু হয়েছে। আমি বুঝলাম কারণ তোমাকে আমি ভালবেসেছি। ভালবাসলে যন্ত্র যেমন সুরে বাঁধা হয়ে যায় মনও তেমনি হয়। সেখানে বেসুর বাজলে চট করে ধরা পড়ে যায়। নীনা বলল, এখন বলো, কী হয়েছে তোমার?

শুনলে তোমার খারাপ লাগবে।

যত খারাপ লাগুক, তুমি বলো। আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না।

একমুহূর্ত ভাবল অর্ণব। যে তাকে এত ভালবাসে তাকে কী আঘাত দেওয়া যায়? সে চোখ বন্ধ করতেই নীনার ফিরে যাওয়ার আগের রাতটা চোখের সামনে চলে এল। জীবনের পবিত্র আনন্দের স্বাদ তাকে প্রথমবার নীনা দিয়েছে। সেই দেওয়ার মধ্যে বয়সের কোনও ভার ছিল না। যদি ওর বয়স এখন আটচল্লিশ হয় তা হলে আঠারোতে নেমে যেতে পেরেছিল। তা হলে?

কী হল? কথা বলো।

হানিফ এসেছিল। না বলে পারল না অর্ণব।

ও। কী বলেছে সে?

বলল, তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়।

হেসে উঠল নীনা, তোমার বন্ধু কী কারণ দেখাল?

বলল, তোমার বয়স এখন আটচল্লিশ?

তো?

নেচার তোমাকে গ্রাস করবে। তোমার মেয়ের বয়স সাতাশ, ছেলের চব্বিশ।

একেবারে সত্যি কথা বলেছে ও। তুমি কী জবাব দিলে?

আমি কোনও জবাব দিইনি।

তারপর থেকে এই নিয়ে ভাবছ?

অর্ণব চুপ করে থাকল। নীনা আবার জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবছ তো?

হ্যাঁ। প্রথমে তো একটা ভাবনা আসেই।

নীনা একটু সময় নিল, অর্ণব তুমি বলেছ আমি সুন্দরী। বলোনি?

একশো বার।

আমি যে তোমাকে ভালবাসি এতে তোমার কোনও সন্দেহ আছে?

না। একদম না।

আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে তুমি কি অসুখী হয়েছ?

একথা কেন বলছ?

বলছি এই কারণে যে আমার বয়স আটচল্লিশ না আঠারো তাতে কী এসে যায় যদি আমি তোমার যোগ্য হই! তোমার বয়সি কোনও মেয়ের থেকে কি আমার যোগ্যতা কম? কোথাও কমতি আছে?

না। নেই।

হ্যাঁ, নেচার কাউকে ক্ষমা করে না। আমি জানি। যেদিন আমার বার্ধক্য আসবে সেদিনও হয়তো তুমি যুবক থাকবে। তখন যদি তোমার আমাকে বোঝা মনে হয় তা হলে স্বচ্ছন্দে সরে যেতে পারো আমার জীবন থেকে। আমি কিছুই মনে করব না। যে মুহূর্তে তোমার মনে হবে আমি বাতিলের দলে চলে গেছি, তোমাকে বলতে হবে না, আমি নিজেই সরে যাব। এই ভরসা তুমি আমার ওপর করতে পারো।

BanglaBook.org

তুমি এসব কথা বলছ কেন?

বলছি, কারণ বলা দরকার। তুমি হানিফের কথা শুনে বিচলিত হয়েছ। অর্ণব, আমি তোমার ওপর কিছুই চাপিয়ে দিচ্ছি না। যদি মন সাড়া না দেয় তা হলে স্বচ্ছন্দে সরে যেতে পারো। আমি মনে করি দ্বিধা সন্দেহ অস্থিরতা নিয়ে কোনও সম্পর্ক করা যায় না। আর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেলে তাকে যত্ন করতে হয়। রাখছি।

নরম গলায় কথাগুলো বলে ফোন নামিয়ে রেখে দিল নীনা।

সারাদিন বাড়ি থেকে বের হল না অর্ণব। চোখের সামনে অনেক বাধা। নীনাকে সে ভালবেসেছে, নীনাও তাকে ভালবাসে। কিন্তু এভাবে কতদিন থাকা সম্ভব! নীনা বছরে একবার আসবে, ব্যস? পাকাপাকিভাবে নীনার সঙ্গে থাকার কথা ভাবলেই বাধাগুলো প্রকট হয়ে উঠবে। প্রথমত, নীনা মুসলমান। অর্ণব যদিও কোনও ধর্মাচরণ করে না তবু জন্মসূত্রে সে হিন্দু। বিয়ে করতে হলে স্বাভাবিক নিয়মে তাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারেও তার কোনও উন্নাসিকতা নেই। কিন্তু তার স্ত্রী হিসেবে নীনাকে ফরিদপুরের বাড়ির মানুষরা কীভাবে নেবে? একটুও না ভেবে সে বলতে পারে, নীনা ওখানে গ্রহণীয় হবে না। ফলে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরকালের জন্যে ছিন্ন হয়ে যাবে। তৃতীয়ত, এখনও সে বেকার। টিউশনির টাকায় নিশ্চয়ই বিয়ে করা যায় না। ঢাকায় তাকে ভাল চাকরি দেবে এমন কোনও মামার অস্তিত্ব জানা নেই। অতএব বিয়ে করলে নীনার ওপর নির্ভর করতে হবে। সেটা কেমন বিয়ে? বউ থাকবে আমেরিকায়, বছরে তিন সপ্তাহের জন্যে ঢাকায় আসবে, এইভাবেই থাকতে হবে?

অবশ্য এসব ভাবনা সে মূর্খের মতো ভাবছে। নীনা তো একবারও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি। হয়তো বিয়ের ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই। এক্ষেত্রে কোনওরকম বন্ধনে তারা জড়িয়ে পড়ছে না। হানিফ যা বলে গেছে সেরকম হলে তখন স্বচ্ছন্দে আলাদা হয়ে যেতে পারে ওরা। তার এখন প্রথম কাজ হল চাকরির সন্ধান করা। এইসব ভেবে নিজেকে স্থির করতে পারল অর্ণব। তারপর ভোর হওয়ামাত্র সে অপরেটরকে পিটসবার্গের নাম্বার দিয়ে বলল কানেকশন করে দিতে। দশ ঘণ্টার পার্থক্য। ভোর ছ'টা মানে ওখানে রাত আটটা। ফোন বাজল। নীনার গলার পাওয়া গেল, হ্যালো।

নীনা, আমি অর্ণব!

সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল নীনা! ও মাই গড! অর্ণব তুমি? তুমি ফোন করেছ আমাকে! আই লাভ ইউ অর্ণব!

আমিও। আমিও তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকার কথা এখন ভাবতেও পারছি না। অর্ণব গাঢ় গলায় বলল।

সত্যি? সত্যি বলছ?

হ্যাঁ।

তুমি ফোন রেখে দাও, আমি করছি।

না। এই ফোনটায় যা বিল উঠবে তা আমি টিউশনির টাকায় দেব। এখানে থাকার জন্যে তো হোটেলে টাকা দিতে হচ্ছে না।

ওঃ, সো সুইট।

তারপর সব মেঘ সরে গেল। নীনা নিয়মিত ফোন করে। এবং শেষ পর্যন্ত নীনাই বিয়ের প্রস্তাব দিল। নীনা জানাল সে তার ছেলে এবং মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছে। মা

BanglaBook.org

যেভাবে ভাল থাকতে চায় তাতে তাদের আপত্তি নেই।

নীনা তাকে জানাল ফরিদপুরের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। অর্ণব কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিল, আমার যে চাকরি নেই, তোমাকে বিয়ে করব কী করে?

নীনা হেসেছিল, এখন নেই, বিয়ের পরেই চাকরি হয়ে যাবে।

কী রকম?

তুমি এদেশে আসবে। তোমার মতো শিক্ষিত ছেলের এখানে চাকরির অভাব হবে না। আমার স্বামী হিসেবে এদেশে আসার অধিকার তোমার আছে।

আমি আমেরিকায় যাব?

কেন নয়। আজ বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁর ছেলেরাও রোজগারের জন্যে পৃথিবীর সবদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এই আমেরিকায় বে-আইনিভাবে কত মানুষ থেকে গেছে রোজগারের জন্যে। তুমি তো আসবে বৈধ ছাড়পত্র নিয়ে।

বেশ। আমি যাব। অর্ণব বলেছিল।

এই বাংলাদেশের মাটি, জল, আকাশ ছেড়ে চলে যেতে হবে! বাংলা গল্প উপন্যাস কবিতা গান থেকে দূরে থাকতে হবে! বুকের ভেতর টনটন করছিল প্রথম দিকে। তারপর খেয়াল হল, ফরিদপুরের একটি অনুন্নত গ্রাম থেকে সে যখন প্রথম ঢাকায় পড়তে এসেছিল তখনও তো এইরকম কষ্ট হয়েছিল। ঢাকা শহরের মধ্যে নদী বলতে বুড়িগঙ্গা যার সঙ্গে তাদের গাঁয়ের নদীর কোনও মিল নেই। ক্রমশ একটু একটু করে ঢাকার জীবনটাই তার জীবন হয়ে গেলে সেই কষ্টটা উধাও হয়ে গেল। গ্রাম থেকে সে ঢাকায় এসেছিল পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে। দাঁড়ানো আর হল কোথায়! ঢাকা থেকে যদি সে আমেরিকায় গিয়ে কিছু করতে পারে তা হলে মন্দ কী! সেটাই তো তার করা উচিত।

এবার দশ মাসের মাথায় চলে এল নীনা। তার সিদ্ধান্ত, বিয়ে হবে সই করে। আইনসম্মতভাবে তার জন্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। নীনা যে অর্ণবকে বিয়ে করতে চলেছে এ খবর সে নিজেই প্রচার করে দিল। তার যুক্তি হল, সে তো চুরি বা ডাকাতি করতে যাচ্ছে না অতএব লুকোবে কেন? শুধু নীনা চেয়েছিল অর্ণব তার বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলুক। অর্ণব বলেনি সংকোচে, লজ্জায়। কিন্তু এখন সে চিঠি লিখে তাদের সব জানাল। উত্তর এল। তার বাবা জানিয়েছেন, অর্ণব কীভাবে জীবনযাপন করতে চায় সেটা তার ওপর নির্ভর করছে। অতএব এই ব্যাপারে তাদের কোনও বক্তব্য নেই।

ব্যাস, এইটুকু। এতে বোঝা গেল না তিনি মেনে নিয়েছেন কি নেননি। অর্ণব জানে তার দাদারা বা মা কখনওই বাবার সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু বাবা যেহেতু পরিবারের কর্তা তাই ওদের চিঠি লেখার প্রয়োজন সে বোধ করল না।

হানিফের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল বেইলি রোডে। মুকুল ভাই-এর দোকান থেকে একটা বই কিনে বেরুবার সময় মুখোমুখি দেখা। সঙ্গে সঙ্গে হানিফের মুখ বেঁকে গেল, শালা ধান্দাবাজ!

তার মানে? মুখ সামলে কথা বলবি হানিফ। চেঁচিয়ে উঠেছিল অর্ণব।

আরে চুপ কর! তুই কী রকম মাল তা বুঝতে আর বাকি নেই।

কী বলতে চাইছিস তুই?

BanglaBook.org

নীনা আপার সঙ্গে প্রেম করে ওর বাড়িতে গিয়ে উঠলি। আমি তোকে সেদিন সব কথা বলে এলাম। যে কোনও ভাল লোক খবরটা শোনার পর ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। তুই গেলি না। কারণ তোর ধান্দা ছিল আমেরিকায় যাওয়ার। তুই জানিস ঢাকায় হাজার হাজার ছেলে চেষ্টা করেও ভিসা পায় না। আর ভিসা পেলেও তোর পক্ষে প্লেনের ভাড়া ম্যানেজ করা অসম্ভব। অতএব তুই নীনা আপাকে টুপি পরালি। তুই শুধু প্রেমের জন্যে প্রেম করিসনি, তোর প্রেম হল বিয়ে করে আমেরিকায় পৌঁছাবার একটা ছল—সেটা আগে বুঝতে পারিনি আমি। তোর সঙ্গে আমি একসময় বন্ধুত্ব করেছিলাম বলে ঘেন্না লাগছে।

একটানা কথাগুলো বলে চলে গিয়েছিল হানিফ। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল অর্ণব। নীনার সঙ্গে আলাপ এবং প্রেমে পড়ার সময় দূরের কথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার মনে আমেরিকায় যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা ছিল না একথা সে বোঝাবে কী করে? হ্যাঁ, এখন সবাই তো একই কথা বলবে। তাকে ধান্দাবাজ বলবেই। আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ পেতে বয়সে অত বড় মহিলাকে সে বিয়ে করছে। বাড়ি ফিরে কথাটা বলল সে নীনাকে। শুনে নীনা যেন খুব মজা পেল। বলল, যারা আঙুর খেতে পায় না তারাই তাকে টক বলে। রাস্তায় হাতি হেঁটে গেলে নেড়ি কুত্তারা চিৎকার করে। তাতে হাতির কী এসে যায়!

বিয়ে হয়ে গেল। সেই সঙ্গে পাসপোর্ট। টাকা খরচ করলে পাসপোর্ট পেতে বেশি দেরি হয় না। এবার আমেরিকান কনস্যুলেট গিয়ে দরখাস্ত করা। নীনা ঘোষণা করল, আমি আমেরিকান নাগরিক, সদ্য বিয়ে করেছি, আমার স্বামীকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাই। কনস্যুলেট থেকে জানানো হল অর্ণবকে ছাড়পত্র দিতে তাদের কোনও আপত্তি নেই কিন্তু বিয়েটার সামাজিক স্বীকৃতি চাই। রেজিস্টার্ড সার্টিফিকেট এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত নয়। যেহেতু দুজন দুই ধর্মের মানুষ তাই সামাজিক স্বীকৃতি প্রয়োজন। সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকারী হল দুই ধর্মের প্রধানেরা। একজন উকিল এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। অনেক চেষ্টার পর একজন মৌলভির কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া গেল। সেটা জমা দিতেই ভিসা মঞ্জুর।

অর্ণবের গল্প শুনতে শুনতে খেয়াল করিনি আমার ফিরে যাওয়ার বাসের সময় হয়ে গিয়েছে। ওই বাসে না ফিরলে আমাকে পকেট থেকে ডলার খরচ করে নিউইয়র্কে যেতে হবে। অর্ণব দ্রুত তার টেলিফোন নাম্বার একটা কাগজে লিখে দিয়ে বলল, দাদা যদি পিটসবার্গে যান তা হলে ওকে একটা কল দেবেন। ওর টেলিফোন নাম্বারটা আপনাকে লিখে দিচ্ছি।

বললাম, তোমার গল্পটা পুরো শোনা হল না বলে খুব খারাপ লাগছে।

সে হেসে বলল, আমরা যখন কুইন্সে বাসা ভাড়া করে থাকব তখন দয়া করে আসবেন। তখনই বাকিটা শোনাব।

চলে আসতে হল বাস ছেড়ে দিচ্ছে বলে। ফেরার পথে ওদের কথা খুব ভেবেছি। কিন্তু জানতাম না সেবারেই আমাকে পিটসবার্গে যেতে হবে।

গিয়েছিলাম ওয়াশিংটনে রমেশদার আমন্ত্রণে সেখান থেকে সোজা ওয়াহিদ শহরে

BanglaBook.org

এক বন্ধুর কাছে। দুদিন থেকে এক ভোরে গ্রে-হাউন্ড বাসে উঠলাম। সন্ধেবেলায় পৌঁছে যাব নিউইয়র্ক। শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাসের আরামদায়ক আসনে বসলেই আমার ঘুম পায়। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ বাস চলেছে জানি না হঠাৎ দেখলাম বাস থেমে আছে, যাত্রীরা কেউ বাসে নেই। বুঝলাম, যাত্রীদের চা-জলখাবার খাওয়ার সুযোগ দিতে বাসটা কোনও স্টেশনে থেমেছে। অতএব নামলাম। নেমে চোখ জুড়িয়ে গেল। আমেরিকার প্রায় সব শহরের চেহারা এক। গ্রে-হাউন্ড বাসস্টেশন দেখে বোঝবার উপায় নেই কোন শহরে এসেছি। কিন্তু এখানকার প্রকৃতি একটু আলাদা। প্রায় পাহাড়ি এই শহটার বুক জুড়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম শহরটার নাম, পিটসবার্গ।

নিউইয়র্কে আমার কোনও কাজ ছিল না। দিন তিনেক থেকে দেশে ফিরে যাব। মনে হল একদিন এখানে থাকলে কী রকম হয়। বেশ সিনেমার মতো পরিবেশ। গ্রে-হাউন্ডের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে জানলাম, এই টিকিট আজ রাত বারোটার পর অকেজো হয়ে যাবে। এই টিকিটে নিউইয়র্কে যেতে হলে রাত বারোটার আগে আমাকে বাসে উঠতে হবে। ভেবে দেখলাম অনেকটা সময় পাওয়া যাচ্ছে। রাত সাড়ে দশটায় একটা বাস আছে। ওটা ধরা যেতে পারে। তা হলে আবার নতুন করে টিকিট কাটতে হবে। বাসস্টেশনের লকারে ব্যাগ ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাড়া হাত পা হয়ে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে চলে এলাম। অপূর্ব দৃশ্য। এখন রোদ নেই। কী রকম মেঘলা হয়ে আছে চারিধার। বেঞ্চিতে এসে শোভা দেখতে দেখতে আমার নীনার কথা মনে পড়ল। নীনা তো পিটসবার্গেই থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কথা বলার জন্য একটি মানুষ পাওয়া যাবে। যে গল্পটা আমাকে অর্ণব পুরোটা শোনাতে পারেনি তার শেষটা হয়তো নীনার কাছে জানা যাবে না। অপরিচিত মানুষকে সে তাদের ব্যক্তিগত কথা বলবে কেন? অর্ণব বলেছে কারণ আমার গল্প উপন্যাস পড়ে সে আমাকে আত্মীয় ভেবে নিয়েছে।

এদেশে ফোন করতে অসুবিধায় পড়তে হয় না। দু পা হাঁটলেই রাস্তার পাশে ফোন। পয়সা ফেললেই কানেকশন। পার্স থেকে অর্ণবের দেওয়া কাগজটা বের করে নীনার নাম্বার ঘোরালাম। পঁচিশ সেকেন্ডেই বোঝা গেল নীনা বাড়িতে নেই। তার আনসারিং মেশিন বলছে সে অফিসে গিয়েছে। ফিরতে সন্ধে হবে। যদি কিছু বলার থাকে বিপ্ শব্দটি শোনার পর যেন বলি। অতএব বললাম, আমি সমরেশ মজুমদার। অর্ণব আপনার নাম্বার দিয়েছে। আজ রাত সাড়ে নটার গ্রে-হাউন্ডে নিউইয়র্কে ফিরে যাব।

সারাদিন ঘোরাঘুরি করে কেটে গেল। নীনার সঙ্গে দেখা হল না বলে খারাপ লাগছিল। সন্ধ্যার পর গ্রে-হাউন্ড স্টেশনে চলে এলাম। অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে এখানে। একটা বেঞ্চিতে বসে তাদের দেখতে দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছিল হঠাৎ চোখে পড়ল তাকে। পরনে টাইট জিনস, জ্যাকেট, মাথার চুল পিঠময় সুন্দর করে ছড়ানো, গগলস তুলে দিয়েছে মাথার ওপরে, স্মার্ট পায়ে হেঁটে হেসে দাঁড়াল আমার সামনে, মাপ করবেন, আপনি সমরেশ মজুমদার? প্রশ্ন ইংরেজিতে।

উঠে দাঁড়ালাম, নীনা।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল সে, দাদা, সারাদিন আপনি কষ্ট করলেন। আমাকে একটু আগে জানালেন না কেন?

আরে, এই শহরে আসার কোনও প্ল্যান ছিল না। কথাগুলো বলছিলাম আর মনে হচ্ছিল হানিফ অর্ণবকে মিথ্যে বলেছে। এই সুন্দরী মেয়ের বয়স আটচল্লিশ হতেই পারে

BanglaBook.org

না। হ্যাঁ, অর্ণবের থেকে বয়সে বড় নিশ্চয়ই কিন্তু আটচল্লিশ নয়।

আপনার জিনিসপত্র কোথায়?

লকারে। কেন? অবাক হলাম।

ওগুলো বের করে নিন। আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

কী আশ্চর্য! কোথায় যাব? আর কিছুক্ষণ পরে আমার বাস ছাড়বে।

নিউইয়র্ক এখান থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ। ওটা কোনও সমস্যা নয়।

জানি। কিন্তু আমার টিকিটটার কোনও দাম থাকবে না যদি এই বাসে না যাই। অর্ণব বলেছিল টেলিফোন করে, দেখা হয়ে গেল, এই তো ভাল।

নিউইয়র্কে কাল কি খুব জরুরি কাজ আছে?

না, তা অবশ্য নেই।

তা হলে লকারের রসিদটা দয়া করে দিন।

এ মেয়ে যে ভীষণ জেদি তা বুঝতে পারছিলাম। বাধ্য ছেলের মতো ওর হাতে রসিদটা দিলাম। মিনিট দেড়েকের মধ্যে ওকে দেখলাম আমার সুটকেসটা নিয়ে ফিরে আসতে। নীচে চাকা থাকায় টানতে সুবিধে হচ্ছে ওর। এসে বলল, চলুন।

কোথায় যাব?

আপনার লেখা পড়ে মনে হয় খুব স্মার্ট মানুষ কিন্তু বাস্তবে তা নন। বাইরে গাড়ি রেখে এসেছি, দয়া করে শরীরটাকে গাড়িতে নিয়ে চলুন।

আদেশ মান্য করলাম। নীনার গাড়ির রং লাল। ডিকিতে আমার সুটকেস তুলে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল সে। আমি তার পাশে বসে বেল্ট বাঁধতেই হাসি শুনতে পেলাম, এ দেশের আইন সম্পর্কে দেখছি ভাল নলেজ হয়েছে।

সামনে বসে বেল্ট না বাঁধলে পুলিশ ফাইন করে। শুনে এসেছি। বললাম, ফাইন করলে আপনাকেই পে করতে হত।

খিদে পেয়েছে?

খিদে? না।

সারাদিন তো টো টো করে ঘুরেছেন, চলুন, আগে গোছল করবেন।

যত ভালই লাগুক, সারাদিন ঘোরাঘুরি করায় শরীর ক্লান্ত হয়েছিল। স্নানের কথা শুনে ভাল লাগল। আজ রাতের বাসটা নীনা আমাকে ধরতে দেবে না বুঝতে পারছি।

নতুন করে টিকিট কাটতে হবে কাল। দূর! এসব নিয়ে আর ভাবব না। গাড়ি তখন বেশ উঁচুতে উঠছিল। আলোগুলোকে দারুণ দেখাচ্ছে। গাড়ি চালাতে চালাতে নীনা বলল, কেমন লাগছে দাদা?

বললাম, দারুণ। আমি এই শহরের প্রেমে পড়ে আছি।

প্রেম শব্দটাকে ব্যবহার করা কি ঠিক হচ্ছে?

বেচারি অর্ণব দুঃখ পাবে।

কেন? মানুষ কি শুধু একজনেরই প্রেমে পড়ে?

আমি জায়গার প্রেমে পড়তে পারি, দেশের প্রেমে পড়তে পারি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমে পড়তে পারি। কি, পারি না?

অবশ্যই।

শুধু একই সঙ্গে দুজনকে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয় কারণ তাতে জটিলতা

BanglaBook.org

বাড়বে. সমস্যা সৃষ্টি হবে। হাসল নীনা।

গাড়ি যেখানে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে লম্বা লম্বা কয়েকটি বাড়ি। নীনাই সুটকেস নামাচ্ছিল, আমি জোর করে তাকে থামালাম। এতগুলো বাড়ি, তার ফ্ল্যাটের সংখ্যা অনেক কিন্তু বাইরে কোনও লোকজন নেই। একটার পর একটা চাবি খুলে আমাকে নিয়ে লিফটে উঠল নীনা। দশতলায় উঠে লিফট থামল। বেরিয়ে দেখলাম পাশাপাশি তিনটি দরজা। বাঁদিকেরটা নীনার।

সুন্দর ফ্ল্যাট। দুটো বেডরুম, ড্রইং কাম ডাইনিংটা বেশ বড়। জানালার পর্দা সরাতে খানিক দূরে নদীটাকে দেখা গেল। এত আলো জ্বলছে সেখানে যে নদীকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

নীনা বলল. ওই ঘরটা আপনার। চা খাবেন?

একটু পরে।

ঠিক আছে, ঘরে গিয়ে একদম ফ্রেস হয়ে নিন। আমিও রেডি হচ্ছি। ও হ্যাঁ. আপনি স্মোক করেন? নীনা চোখ ছোট করল।

কেন বলুন তো?

আমি বাড়িতে কাউকে সিগারেট খেতে অ্যালাউ করি না।

বেশ তো খাব না।

আপনার অসুবিধে হবে না?

ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটগুলো তো এখন ননস্মোকিং। দশ বারো ঘন্টা সিগারেট না খেয়ে বসে থাকতে হয়। এখানেও ম্যানেজ হয়ে যাবে।

না।

না মানে?

আপনার ক্ষেত্রে আমার কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকছে না।

অবাক হলাম, হঠাৎ?

আপনি সাতকাহন লিখেছেন, গর্ভধারিণী লিখেছেন, সেই কারণে। নীনা চলে গেল তার ঘরে। হঠাৎ খেয়াল হল, আমার কাছে কোনও গিফট নেই যা আমি যাওয়ার সময় নীনাকে দিয়ে যেতে পারি । খারাপ লাগল খুব।

ঘরটি সুন্দর। এখানকার জানালা দিয়েও নদীকে দেখা যায়। সুটকেস খুললাম। নীনা বলল আমাকে ফ্রেস হতে আর সে রেডি হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করা হয়নি আমরা এখন বাইরে যাব না বাসায় থাকব। টয়লেটে যাওয়ার সময় সিগারেট ধরানো আমার অভ্যাস। ইচ্ছে করেই সেটা বাদ দিলাম। স্নান শেষ করে এক প্রস্থ ভাল শার্টপ্যান্ট পরে নিলাম। এখানে এখন গরম না থাকলেও শীত তেমন জানান দিচ্ছে না।

ঘড়িতে এখন রাত ন'টা দশ। বেরিয়ে এলাম ড্রয়িংরুমে। নীনাকে দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই এখনও স্নানের ঘরে। ভাবতেই পেছন থেকে গলা শুনলাম, বাঃ আপনাকে দারুণ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে দাদা।

তাকিয়ে দেখলাম একটা ট্রে হাতে সে এগিয়ে আসছে কিচেন থেকে। পরনে নীল শাড়ি, সায়া । সুন্দর সেজেছে সে। ট্রে নামিয়ে রাখল টেবিলে। তাতে চায়ের পট, কাপ ডিস, একটা প্লেটে কিছু কুকিস।

বললাম, দাদার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

BanglaBook.org

মোটেই না। বেশির ভাগ বাঙালি পুরুষ আপনার বয়সে কী রকম তারা চাচা হয়ে যায়। আপনাকে দেখে সেটা কিছুতেই মনে হয় না। আপনি চায়ে দুধ চিনি কী রকম খান?

এদেশে যাকে রেগুলার চা বলে তাই। চিনি দেড় চামচ।

বাব্বা? এত?

আমার ব্লাড সুগার নেই।

চা খেতে খেতে নীনা বলল, আমি ভাবতেই পারছি না আপনি আমার ফ্ল্যাটে আছেন। অ্যানসারিং মেশিনে আপনার গলা শুনে খুব আফশোস হচ্ছিল। কেন আমার অফিসের ফোন নাম্বারটা রেকর্ড করে রাখলাম না। তা হলে আপনি আমাকে অফিসে ফোন করতেন আর সারাটা দিন আপনার সঙ্গে ঘুরতে পারতাম। গ্রে-হাউন্ড বাসস্টেশনে গিয়েছিলাম চান্স নিতে। আপনি তো আগের বাসেও চলে যেতে পারতেন। কথাগুলো বলে কপালে আঙুল ঠেকাল, এখানে লেখা আছে আপনার দেখা পাব, দেখা পেয়ে গেলাম।

কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?

অর্ণব কী করে বই-এর ফটো দেখে আপনাকে চিনেছে বুঝতে পারছি না। বই-এর ফটো তো অনেক কম বয়সের। আপনার বর্ণনা আমি অর্ণবের কাছে শুনেছিলাম। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ও খুব উত্তেজিত।

কেন?

বাঃ। প্রিয় লেখককে এভাবে আবিষ্কার করে উত্তেজিত হবে না?

অর্ণব নিশ্চয়ই এখনও জানে না আমি এখানে এসেছি।

না। ওকে আমি ফোন করি রাত দশটায়। তবে সন্ধেবেলায় ওর রুমমেটকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি বিশেষ কাজ থাকায় আজ সময়টা রাখতে পারব না। হাসল নীনা, আপনি তো অর্ণবের মুখে সব শুনেছেন।

সব নয় কিছুটা।

ও। কী মনে হল শুনে?

সেটা এখনও ভাবিনি। তবে এখানে এসে মনে একটা প্রশ্ন উঁকি মারছে। এত সুন্দর ফ্ল্যাটে আপনি একা আছেন, পিটসবার্গ শহরেও নিশ্চয়ই চাকরি পাওয়া যায়। তা হলে অর্ণব কেন আতালান্তিক সিটিতে একা রয়েছে? জিজ্ঞাসা করলাম।

মাথা নাড়ল নীনা, ঠিক, ঠিক প্রশ্ন। দেশ থেকে অর্ণব প্রথম এই ফ্ল্যাটে উঠেছিল। দিন পনেরো ছিল। এখানে থাকলে ও কখনওই আমেরিকার জীবনে পায়ের নীচে মাটি পাওয়ার লড়াইটা শিখতে পেত না। অন্তত এক বছর ওকে লড়তে হবে। জানতে হবে জীবন কী নিষ্ঠুর! পরিশ্রম না করলে ডলার রোজগার করা যায় না। ও প্রথমে যেতে চাইছিল না, আমি জোর করে ওকে নিউইয়র্কে পাঠালাম। প্রথমে রেস্টুরেন্টে চাকরি নিল সে। খুব অল্প ডলার দিত ওরা ঘণ্টা পিছু। চারজনের সাথে রুম শেয়ার করত। আরাম বলে কোনও জিনিস ছিল না। আমি ফোন করতাম, ওর জন্য কষ্ট হত। কিন্তু অর্ণব কখনও তা নিয়ে আমার কাছে কমপ্লেন করেনি। বলল, ড্রাইভিং শিখে নিয়ে ইয়োলো ট্যাক্সি চালাবে। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবে। আমি আপত্তি করিনি, যদিও জানতাম এটা তার কাজ নয়। যে গল্প-উপন্যাসে ডুবে থাকে, কবিতা বলে, সে কী করে ট্যাক্সিওয়ালার জীবন যাপন করবে? তার পরেই ওর দেশের সূত্রে পরিচিত ভদ্রলোক ওকে ক্যাসিনোর

BanglaBook.org

চাকরিটা পাইয়ে দেয়। পরিশ্রম কম, রোজগার বেশি। আমি প্রতিমাসে একবার যাই। হোটেলে থাকি এক রাত। দেখা হয়।

শুনলাম আপনারা কুইন্সে বাড়ি নিচ্ছেন?

হ্যাঁ। সেই রকম কথা আছে। অর্ণব এতদিনে দেশের নার্ভ বুঝে গিয়েছে।

এই ফ্ল্যাট আপনার নিজের?

হ্যাঁ।

এর কী ব্যবস্থা করবেন?

ঠিক করিনি এখনও। রেন্টে দিয়ে যেতে পারি।

আপনার চাকরি?

কথা চলছে, মনে হয় সমস্যা হবে না। নিন, এখনও উঠুন।

কোথায়?

একটা চমৎকার রেস্টুরেন্ট আছে, আপনাকে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যাব। ওই রেস্টুরেন্টের খাবার খেলে খুব মজা পাবেন। নীনা উঠে দাঁড়াল।

রাস্তা নির্জন। হুসহাস গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। স্টিয়ারিং-এ বসা নীনাকে এখন আরও সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ে পর্যন্ত শুনেছিলাম, তারপর?

নীনা তাকাল, আমার বাবা মা নেই। আমি একমাত্র মেয়ে। বাবার সম্পত্তি আমি পেয়েছি। তারপর স্বামী মারা গেল। আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমেরিকায়। তাই আত্মীয়স্বজনরা ভেবেছিলেন বাড়িটা যদি বিক্রি না করি তা হলে তাদের বলব সেখানে গিয়ে থাকতে। তা না বলে বিয়ে করলাম। সমবয়সিকে বিয়ে করলে ওরা মুখ বন্ধ করে থাকত। কিন্তু কুড়ি বছরের ছোট একজনকে বিয়ে করার অপরাধে ওরা আমার মুণ্ডুপাত করতে লাগল। আসা যাওয়া বন্ধ করে দিল।

ফরিদপুরের রি-অ্যাকশন?

যা স্বাভাবিক তাই।

কী রকম?

অর্ণব ইতস্তত করছিল গ্রামের বাড়িতে নিয়ে বাবা-মাকে ব্যাপারটা জানাতে। আমিই জোর করলাম। যাকে বিয়ে করেছি তার জন্মস্থান এবং বাবা মাকে দেখব। আমরা গেলাম। শহর থেকে অনেক দূরে ওদের গ্রাম। গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। এখন ভাল রাস্তা হয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু ওদের গ্রাম ঢুকতে যে মাটির রাস্তা তাতে গাড়ি চালানো খুব মুশকিল। একটু ত্রুটি হয়ে গেলে তো কথাই নেই।

আপনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন?

না বাড়ির বউ হয়ে কী করে প্রথম বার গাড়ি চালিয়ে যাই? হাসল নীনা, একেবারে পাড়াগ্রাম। আমরা গাড়ি থেকে নামতেই বাচ্চারা ঘিরে ধরল। যেন অন্য গ্রহের প্রাণী দেখছে। অর্ণবের বয়সি একজন হাঁক দিল, 'এই বাবলা, এ কে?' আমার ছোট চুল দেখে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবলা মেমছায়েব আনছে।' এসব উপেক্ষা করে ওদের বাড়িতে গেলাম। একতলা বাড়ি। খড়ের বদলে ছাদটা টিনের। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বারান্দায় বসে আমাদের দেখছিলেন। অর্ণব বলল , আমার বাবা। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, থাক, থাক। আমাকে কোনওরকম অভ্যর্থনা করলেন না। বোকার মতো দাঁড়িয়েছিলাম। অর্ণবের দাদারা বেরিয়ে এল। একজন বলল, এসব নাটক করার কী

BanglaBook.org

দরকার ছিল? গ্রামে আমাদের প্রেস্টিজ নেই? আর একজন বলল, তোকে তো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিয়ে আমরা সমর্থন করি না। অর্ণব বলল, বাবা সেই কথাটা সরাসরি লেখেননি বলে আমরা এসেছি।

আমি বললাম, আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন না, আমরা এখনই চলে যাব শুধু মাকে ডেকে দিন, ওকে প্রণাম করব।

এক দাদা বলল, না। মা প্রণাম নেবে না।

কেন?

কেউ উত্তর দিল না। মনে হল আমি মুসলমান বলে এরা গ্রহণ করতে পারছেন না। বললাম, আপনারা হয়তো জানেন না, আমাকে বিয়ে করার জন্যে আপনাদের ভাইকে ধর্মত্যাগ করতে হয়নি।

সেটা কোনও কথা নয়। এখন তো অনেক হিন্দুমেয়ের সঙ্গে মুসলমান ছেলের বিয়ে হয়। অন্য কারণ আছে। ওর এক দাদা বলল। এই সময় চুপচাপ থাকা অর্ণবের বাবা বললেন, শুনতে চায় যখন তখন তার মুখ থেকে শুনুক। তারে ডেকে দাও।

তিনি এলেন একটু পরে। বাংলাদেশের গরিব সংসারের মায়েরা যেমন হন ঠিক তেমন তার চেহারা। আমি তাকে প্রণাম করতে গিয়ে এগিয়ে যেতে তিনি বললেন, দাঁড়ান। আমি থমকে গেলাম। তিনি মুখ নিচু করে বললেন, আমি আপনার প্রণাম নিতে পারব না। অর্ণবের এক বন্ধু চিঠি লিখেছে, আপনি নাকি ওর থেকে কুড়ি বছরের বড়। আমি ওকে পেটে ধরেছিলাম উনিশ বছর বয়সে। আপনার প্রণাম আমি কী করে নিই? আপনারা পাগলামি করলে তো সবাই পাগল হতে পারে না। আমি জানব আমার এক ছেলে নেই। বলেই মহিলা ভেতরে চলে গেলেন। দাদারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ অর্ণব এগিয়ে এসে বলল, এই জন্যেই আমি এখানে আসতে চাইছিলাম না। চলো।

হঠাৎ ওর বাবা বললেন, বয়স যাই হোক ধর্ম যাই হোক, বিয়ে যখন করেছ তখন তো এ তোমার বউ। বাড়ি এসে খালি মুখে চলে যেতে তো পারো না। অর্ণব বলল, আপনি তো শুনলেন মা বলল আমার এক ছেলে নেই।

মানুষ আঘাত পেলে অনেক কিছু বলে। যখন তোমার বয়স হবে তখন এই কথাটা বুঝতে পারবে।

না। আমি এই বাড়িতে আর খেতে পারব না।

হঠাৎ আমার কী হল কে জানে, বললাম, না। আমি খাব। আপনি কাউকে বলুন, এক গ্লাস পানি আর বাতাসা এনে দিতে।

ওর বাবা দরজায় দাঁড়ানো একজন মহিলাকে ইঙ্গিত করল। সম্ভবত কাজের লোক। সে একটু বাদে প্লেটে করে গুড়ের বাতাসা আর এক কলাই-এর গ্লাসে পানি এনে দিল। তাই তৃপ্তি করে খেলাম। খেয়ে বললাম, যাই।

গাড়িতে উঠে অর্ণব বলল, তুমি ওটা না খেলেই পারতে।

কেন?

তোমাকে জল দেওয়া হয়েছে কলাই-এর গ্লাসে। ওই গ্লাসে কাজের লোকেরা জল খায়। তুমি বুঝতে পারোনি। অর্ণব খুব রেগে গিয়েছিল।

হোক তবু তো তোমার বাসার পানি আমার শরীরে গেল। আমি ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করলাম। অনেকক্ষণ অর্ণব কথা বলছিল না। আমি ওর হাত ধরলাম, আই অ্যাম সরি

BanglaBook.org

অর্ণব।

কেন?

আমার জন্যে তোমার আত্মীয়রা তোমাকে ত্যাগ করল।

আমি যদি বেকার বসে থাকি, কোনও সাহায্য না করতে পারি তা হলে আমার একই অবস্থা হত। তা ছাড়া কে আমাকে ত্যাগ করল কি করল না তা নিয়ে আমি ভাবি না। ঢাকায় চাকরি পেলে দেশে টাকা পাঠাতাম। যদি আমেরিকায় গিয়ে রোজগার করি তা হলেও টাকা পাঠাব।

যদি ওরা সেই টাকা না নেয়?

হ্যাঁ। সেই ভয় আমার আছে। দেখা যাক। কিন্তু এর জন্যে তুমি কোনওভাবেই দায়ী নও। আমি তোমাকে ভালবাসি নীনা। আমার অনেক ভাগ্য যে তোমার ভালবাসা পেয়েছি। আর কিছু চাই না আমি। কথাগুলো শেষ করতে করতে নীনা একটা পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি ঢোকাল, আমরা এসে গেছি।

গাড়ির পর গাড়ি। তাদের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে গাড়ি ঢোকাল নীনা। বাইরে পা রাখতেই বুঝলাম তাপমাত্রা অনেকটা কমে গেছে। একটু শীত শীত লাগছে। নীনাকে দেখে অবশ্য সেরকম কিছু মনে হল না। মেয়েদের তো সবসময় শীত কম লাগে।

দোতলায় কাচের দেওয়ালওয়ালা বিশাল রেস্টুরেন্ট এখন জমজমাট। আমাদের দেখে কেতাদুরস্ত পোশাক পরা একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এল, ওয়েলকাম। ডু ইউ নিউ ক্লোজি প্লেস? আই ক্যান অফার ইউ!

নীনা হাসল, হেসে মাথা নাড়ল। লোকটি আমাদের নিয়ে গেল পেছন দিকে যেখানে কাচের দেওয়ালের গা ঘেঁষে পাশাপাশি দুটো চেয়ার এবং টেবিল। দেওয়ালের ওপাশেই পিটসবার্গের রাত বুকে নিয়ে মায়াবতী নদী ছবির মতো স্থির।

বললাম, বাঃ চমৎকার।

আপনাকে দেখেই ভেবেছিলাম এখানে নিয়ে এলে আপনি খুব খুশি হবেন।

আমরা বসলাম। মুগ্ধ চোখে নদীর দিকে তাকালাম দোতলার কাচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে। আমাদের দেশে তো অনেক নদী আছে। কিন্তু তাদের কেউ এমন সুন্দর করে সাজায় না কেন? আমরা অবহেলায় ফেলে রাখি বলেই মাঝেমাঝে যেন প্রতিবাদ করতেই দুকূল ভাসানো বন্যা এনে ওরা প্রতিবাদ জানায়।

দাদা!

নীনার ডাকে সংবিৎ ফিরল। তাকালাম। দেখলাম খাবারের অর্ডার নেওয়ার জন্য লোক এসে গেছে। নীনা জিজ্ঞাসা করল, কী খাবেন বলুন?

এতবার বিদেশে গিয়েছি কিন্তু খাবারের ব্যাপারে আমার কোনও পছন্দ তৈরি হয়নি। খিদে পেলে কোনও ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে হ্যামবার্গার, বিগম্যাক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই জাতীয় কিনে খেয়ে ফেলি। বললাম, আপনি বলুন আপনার যদি সেটা খেতে খারাপ লাগে?

আপনার রুচির সঙ্গে আমার বেমিল হবে না।

দেখলাম আমার আশেপাশে আরও টেবিল আছে এবং প্রতি টেবিলে দুজন নারী পুরুষ বসে আছে। তৃতীয় ব্যক্তি নেই। নীনা যখন বেয়ারাকে অর্ডার দিচ্ছে তখনই কানে

BanglaBook.org

এল শব্দাবলী। তাকিয়ে দেখলাম আমাদের ঠিক পেছনের টেবিলের দুজন ভুলে গিয়েছে তাদের সামনের প্লেটে খাবার রয়েছে, নিজেদের ঠোঁট নিয়ে ব্যস্ত তারা। বেয়ারা চলে গেলে নীনা জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি এখানে বসতে অসুবিধে হচ্ছে দাদা? আশেপাশে যা হচ্ছে তা এখানে স্বাভাবিক।

তা তো দেখতে পাচ্ছি। সাধে নাম দিয়েছে ক্লোজি প্লেস!

হ্যাঁ, ওপাশের বুড়োবুড়িদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

আপনি এখানে অর্ণবকে নিয়ে কখনও এসেছেন?

মাথা নাড়ল নীনা, না। হেসে বলল, আমরা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ওকে শহরটা দেখানো হয়নি। ছুটির পর কাজে যোগ দিলে এখানে হিমশিম খেতে হয়। তারপর তো ও নিউইয়র্কে চলে গেল।

আমি লক্ষ করেছিলাম, আজ আলাপ হওয়ার পর থেকে আমি যে নীনাকে আপনি বলে যাচ্ছি সেটা ও চমৎকার গ্রহণ করেছে। একবারও বলেনি, দাদা আমাকে তুমি বলুন। আমাকে প্রায় জোর করেই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে, রেখেছে, রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে এসেছে কিন্তু সম্ভবত একটা দূরত্ব রাখতে চাইছে।

বলুন দাদা, কিছু বলুন। নীনা হাসল।

কী ব্যাপারে? আমি নদীর দিক থেকে মুখ ফেরালাম।

আমাদের বিয়ের কথা শোনার পর আপনার কী মনে হয়েছিল?

অর্ণব যখন বলল আপনাদের বয়সের পার্থক্যটা এত তখন থেকে মনে হয়েছিল দর্শন পেলে ভাল হত। কী এমন সুন্দরী যে আটচল্লিশ বছর বয়সেও একটি আটাশ বছরের ছেলেকে মোহগ্রস্ত করতে পারে। বললাম আমি।

সরি দাদা, আমি মোহে বিশ্বাস করি না, আমি ভালবাসায় আস্থা রাখি।

বেশ কোন জাদুতে ভালবাসা কুড়ি বছরের ব্যবধান দূর করতে পারে!

সেটা কি নিতান্তই অসম্ভব?

অসম্ভব বলি কী করে। চোখের সামনেই তো আপনারা আছেন।

এই সময় বেয়ারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল ডিনারের আগে আমরা কোনও পানীয় নেব কি না। নীনা বলল, দাদা, আমি তো গাড়ি চালাব তাই কোনও হার্ড ড্রিঙ্ক নিতে পারব না। এদেশের আইন খুব কড়া। আমি একটা সফট নিচ্ছি, আপনি কী নেবেন? হুইস্কি? সে আমার দিকে তাকাল।

আমি জানি আজকের খাওয়া দাওয়ার বিল নীনার ক্রেডিট কার্ড থেকে মেটানো হবে। হুইস্কি খেলে তার দাম ওখানেই যোগ হবে। কোনও মহিলা আমাকে হুইস্কি খাওয়াচ্ছেন এটা কখনওই মেনে নিতে পারি না। আমি জানি তর্ক করলে দাঁড়াতে পারব না। তবু প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু সিদ্ধান্ত থাকে। অতএব আমি নীনার পয়সায় মদ খেতে পারি না। বললাম, না। ধন্যবাদ।

আপনি হুইস্কি খান না?

খাই। কিন্তু এখন খাব না।

কারণ?

এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

নীনা হেসে বেয়ারাকে বলল, আমাদের পানীয়র প্রয়োজন নেই। বেয়ারা চলে গেলে

BanglaBook.org

সে জিজ্ঞাসা করল, একজন আটচল্লিশ বছরের পুরুষ যদি আটাশ বছরের মেয়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে তা হলে বয়সের পার্থক্যটা কি দৃষ্টিকটু হয়?

হয়। কিন্তু লোকে মেনে নেয়। বললাম।

আমাদের দেশের অনেক পুরুষ যখন বেশি বয়সে বিয়ে করে তখন অল্পবয়সি মেয়ে চায়। গরিব বাবা মা ওই বর পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়। আমার এক আত্মীয়ার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল যে ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বয়স আত্মীয়ার চেয়ে বেশি ছিল। তা হলে? সেটা মেনে নিচ্ছে কেন মানুষ? একটু উত্তেজিত হল নীনা।

ওর দিকে তাকালাম। শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলাম, আমাদের সমাজ বহু যুগ আগে একটা সিস্টেম চালু করেছিল। দেখা গেছে, ছেলেদের যৌবন প্রকৃতি দীর্ঘদিন ধরে দিতে কার্পণ্য করে না। তাই পঁয়ষট্টি বছরের পুরুষও পিতা হতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রকৃতি সত্যি কৃপণ। তেতাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে তাদের মা হওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেন। ধরা যাক কোনও পুরুষ তার স্ত্রী থেকে কুড়ি বছরের বড়। স্ত্রীর যখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হবে তখন তার চাহিদা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। কিন্তু পুরুষ তখনও সক্রিয়। এই কারণে বয়সে স্বামী বড় হলেও কেউ প্রতিবাদ করে না।

কিন্তু ব্যতিক্রম নেই?

আছে। অনেক পুরুষ পঁয়তাল্লিশেই অকর্মণ্য হয়ে যান। তখনই সমস্যা হয়। কিন্তু নীনা, ব্যতিক্রম তো নিয়ম নয়।

আমার বয়স আটচল্লিশ। আমাকে দেখে সেটা নিশ্চয়ই মনে হয় না?

একদম নয়।

প্রকৃতি আমার ক্ষেত্রে কখনও কৃপণ হয়নি।

আপনি ভাগ্যবতী।

তা হলে আমার অপরাধ কোথায়?

কিন্তু আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, বাইশ বছরের কোনও মেয়ের সামনে যে দীর্ঘ সময় রয়েছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য পাওয়ার আপনি তার প্রান্তে পৌঁছে গেছেন।

হ্যাঁ, স্বীকার করছি। বিজ্ঞান তাই বলে।

তা হলে?

কে বলতে পারে সেটা আমার পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত অটুট থাকবে না? আমি ডাক্তারের কাছে জেনেছি এরকম বহু উদাহরণ আছে।

হ্যাঁ, সেটা লাখে একজন।

আপনি তো একটু আগেই আমাকে ভাগ্যবতী বললেন।

হেসে ফেললাম, একশোবার।

তা ছাড়া ভালবাসা বলতে কি শুধু যৌন সম্পর্ক বোঝায়? বাংলাদেশের গ্রামের কজন নারী চল্লিশের পরে স্বামীর সান্নিধ্য নিয়মিত পেয়ে থাকেন? ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে একসময় ও ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। মেয়ে একটু বড় হলেই মায়েরা তাকে নিয়ে আলাদা ঘরে শোন। তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা থাকে না?

অবশ্যই থাকে।

আমি যাকে ভালবাসি তাকে জড়িয়ে ধরতে পারি, চুমু খেতে পারি, তার যাতে ভাল হয় সেই কাজ করতে পারি, তার বন্ধু হয়ে তো থাকতে পারি।

BanglaBook.org

কিন্তু তখন যদি তার শারীরিক চাহিদা প্রবল হয়—? আপনি কি তার জীবনে অন্য নারীর আগমন অনুমোদন করতে পারবেন?

নীনা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই খাদ্যদ্রব্য এসে গেল। মূল্যবান খাবারগুলোকে দেখেই মনে হচ্ছে খুব সুস্বাদু হবে। অতএব কথা ঘোরাতে চাইলাম, আসুন, এই প্রসঙ্গ থেকে খাবারে আসা যাক।

নীনা মাথা নাড়ল। সম্ভবত বিরক্তিতে। তারপর খাবার পরিবেশন করল। আমরা যখন আমেরিকায় যাই তখন একটা ডলার কিনতে হয় সাতচল্লিশ গুণ অথবা সাতান্ন গুণ টাকা দিয়ে। ফলে খরচ করার সময় সাবধানে করতে হয়। তাই যেখানে অপেক্ষাকৃত সস্তায় খাবার পাওয়া যায় সেখানেই ঢুকে পড়ি। দামি রেস্টুরেন্টে ঢোকার কথা ভাবি না। নীনার কল্যাণে অতি উপাদেয় খাবার পেটে পড়ল। খেতে খেতে হঠাৎ নীনা বলল, ব্যাপারটা আমিও ভেবেছি। ভেবে অর্ণবকে বলে দিয়েছি যদি তেমন হয় তা হলে আমাকে সোজাসুজি জানাতে।

তারপর?

আমি তখন ভেবে দেখব, ব্যাপারটা মেনে নেব না সরে যাব। না মানতে পারলে ওকে মুক্তি দিয়ে দেব। বলল নীনা।

আপনি তখন কী নিয়ে থাকবেন?

আশ্চর্য! আপনাদের কথা মানতে হলে আমার এখনই কী নিয়ে থাকা উচিত? আমি বিধবা ছিলাম। বৈধব্য নিয়ে থাকতে হত। তখনও থাকব। হ্যাঁ, এখন পুরুষরা আমাকে বিরক্ত করে। তখন বুড়ি হয়ে যাব, কেউ বিরক্ত করবে না।

খাওয়া শেষ হল। কফি বলল নীনা। ঘড়িতে এখন মধ্যরাত।

হঠাৎ নীনা বলল, আপনি তো সিগারেট খাচ্ছেন না!

ইচ্ছে হচ্ছে না।

নাকি আমার জন্যে সংযম দেখাচ্ছেন?

যা ভাবছেন, ভাবতে পারেন।

আচ্ছা, আপনি হিন্দি সিনেমা দ্যাখেন?

কখনও কখনও।

বোম্বেতে একজন বিখ্যাত অ্যাকট্রেস আছেন।

জানি। আপনি রেখার কথা বলছেন তো?

কী করে বুঝলেন? নীনা অবাক।

অনেকক্ষণ থেকে ওর কথা আমার মনে পড়ছে। আমি ওর খুব ভক্ত। উপায় থাকে ওকে প্রেম নিবেদন করতাম।

বাধা দিচ্ছে কে? ভাবি? হেসে উঠল নীনা।

আমার আলস্য।

রেখা কিন্তু আমার থেকে অনেক বড়। অন্তত সাত আট বছরের বড়।

শুনেছি ওঁর হাঁটুর বয়সি নায়করা প্রেম নিবেদন করেছে ওকে।

হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।

সেই প্রেম উনি গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই শরীর পর্যন্ত পৌঁছায়।

তাই তো স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

তা হলে আমার কোনও চিন্তা নেই। হাসল নীনা।

কী রকম? অবাক হলাম আমি।

আমার হাতে এখনও সাত-আট বছর আছে। এক বছর মানে যদি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয় তা হলে প্রায় তিন হাজার দিন। উঃ, অনেক সময়। মাঝে মাঝে একটা দিনই যেন কাটতে চায় না, কী বড় মনে হয়।

বিল মিটিয়ে আমরা বাইরে এলাম। এখন নিশুতি রাত। নীনা বলল, আপনি সিগারেট খেলে আমার ভাল লাগবে দাদা।

অর্ণব খায়?

খায়।

আপনি নিষেধ করেননি?

না। প্রথম থেকেই আমার ইচ্ছা চাপিয়ে দিলে সে আমাকে প্রেমিক না ভেবে অভিভাবিকা ভাববে। তাই না?

আপনার ফ্ল্যাটেও সে সিগারেট খেয়েছে?

হ্যাঁ।

কষ্ট হয়নি আপনার?

উপেক্ষা করেছি। কিন্তু আপনি খান?

হেসে বললাম, চলুন গাড়িতে উঠি।

ওর বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন রাত সাড়ে বারোটা। আগামী সকালে নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে নীনা তার কাজে। আমি কখন কীভাবে গ্রে-হাউন্ডের স্টেশনে পৌঁছাব সেটা জেনে নেওয়া দরকার। জামাপ্যান্ট পালটে পাজামা পাঞ্জাবি পরে ভাবলাম, রাত হয়েছে, কাল সকালে নিশ্চয়ই অফিসে যাওয়ার আগে নীনা দেখা করে যাবে, তখনই ওকে জিজ্ঞাসা করে নেব। শোওয়ার কথা ভাবছি তখন দরজায় শব্দ হল, আসব।

আসুন।

নীনা ঢুকল। হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। বলল, এটা অর্ণবের। ফেলে গিয়েছিল ভুল করে। নিন।

আপনি আমাকে সিগারেট খাওয়ানোর জন্যে সত্যি ব্যস্ত হয়েছেন!

আমার জন্যে কেউ নিজেকে বঞ্চিত করছে এটা ভাবতে খারাপ লাগে।

অতএব আমি আমার সিগারেট বের করলাম, ওটা অর্ণবের জন্যে রেখে দিন। রেখে যাওয়া জিনিস ফিরে পেলে মানুষের ভাল লাগে।

আপনার ঘুম পায়নি তো?

না। কিন্তু আপনি ঘুমাতে যান। কাল সকালেই তো অফিস। আমি সিগারেট ধরিয়ে অ্যাসট্রে খুঁজতে চাইলাম। নীনা একটা সামান্য জল একটা কাপে ভরে নিয়ে এল, অ্যাসট্রে নেই, অর্ণব এটাই ব্যবহার করত।

তারপর চেয়ারে বসল সে, কাল শনিবার আমার ছুটি।

ও। তা হলে তো ভালই হল। বাসের টাইমটা কী করে জানা যায়?

ফোন করে। কাল জেনে দেব।

সিগারেট খেতে আরাম লাগছিল। কী কথা বলব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে, কিছু মনে যদি না করেন—।

BanglaBook.org

না না। কিছু মনে করব না।

অর্ণবকে পছন্দ করলেন কেন?

সত্যি কথা বলব?

নিশ্চয়ই।

আমি যখন কিশোরী ছিলাম তখন একটি ছেলে প্রায়ই আমাকে প্রেম নিবেদন করত। ভাল করে বুঝতাম না। আব্বুকে বলে দিয়েছিলাম তার কথা। শুনেই আব্বু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কী ব্যবস্থা তা আমি জানি না। তবে ছেলেটিকে আমি আর কখনও দেখিনি। অনেক পরে যখন বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চার মা হয়েছি তখন ওর কথা মনে পড়েছিল। কী রকম একটা অপরাধবোধ এসেছিল। আব্বুকে না বলে নিজেই তো তাকে সরিয়ে দিতে পারতাম। কী শাস্তি সে পেয়েছে আমার জন্যে তা তো আমি জানি না। তাই খারাপ লেগেছিল। গত বছর যখন ঢাকায় গিয়ে হানিফদের বাসায় অর্ণবকে দেখি তখন চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল অবিকল সেই ছেলে। অবিকল। সেই স্বাস্থ্য, ততটাই লম্বা আর মুখে অদ্ভুত ছেলেমানুষি সারল্য। কিশোরী বয়সে যা আমাকে টানেনি এই বয়সে তা টানল। অর্ণবকে দেখলে মনে হয় না ও কোনও অন্যায় করতে পারে। ব্যাস, প্রেমে পড়ে গেলাম। বলে হাসল নীনা।

হাসলেন কেন?

এসব কথা কিন্তু আমি ওকে বলিনি।

কেন?

ছেলেরা প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করতে পারে না। ও ভাবত সেই ছেলেটার জন্যে আমি ওকে ভালবেসেছি। কথাটা ঠিক নয়, আবার—নীনা মাথা নাড়ল, ওদের গ্রামের বাড়িতে যেতে চাওয়ার পেছনে একটা জেদ ছিল।

কী রকম?

আপনি শুনলে হাসবেন।

শোনাই যাক।

ওর বাবাকে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। এরকম দুটো লোক যদি হয় তারা পিতাপুত্র হয়ে থাকে। আমার সন্দেহ হচ্ছিল ছেলেবেলায় যাকে আমার জন্যে শাস্তি পেতে হয়েছিল সে অর্ণবের বাবা কি না।

হেসে ফেললাম, সন্দেহটা সত্যি হয়নি?

একদম না। কী বোকামি বলুন তো?

এটাও অর্ণবকে বলেননি?

কী করে বলব? বললে তো আগে সেই ছেলেটার কথা বলতে হয়।

সেই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই এখন পঞ্চাশের ওপরে, প্রৌঢ় বলা যায়।

জানি না, তার সম্পর্কে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

অর্ণব আপনার প্রেমে কেন পড়ল?

ওকে জিজ্ঞাসা করেননি?

যেটুকু বুঝেছি, আপনার সৌন্দর্য, ফিগার, ব্যবহার ওকে আকর্ষণ করেছে। আর আপনার মতো মেয়ের সংস্পর্শে ও কখনও আসেনি।

জানি না।

BanglaBook.org

বিবাহিত জীবনে আপনারা সুখী?

হেসে ফেললেন নীনা, তেমন করে বিবাহিত জীবন যাপন করার সুযোগ পেলাম কোথায়? ঢাকায় কিছুদিন আর এখানে ক'টা দিন।

যাক গে, কোনও সমস্যা নেই তো আর?

আমার ছিল না, কিন্তু ওর হয়েছে।

বুঝলাম না।

একটা ঝামেলায় ও পড়ছে। নীনা বলল, ঝামেলাটা হয়তো আমার জন্য।

কী রকম?

হঠাৎ একটি মেয়ের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে কী? কী করে? কোথায় থাকে সে?

ঢাকায়। আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরদিন মেয়েটি এসে হাজির। বছর চব্বিশ বয়স। সুন্দরী না, সুশ্রী বলা যায়।

অর্ণবের পরিচিত?

না। ঠিক পরিচিত নয়। ইউনিভার্সিটিতে কয়েকবার দেখা হয়েছে। কখনও আলাপ হয়নি। ওর থেকে বেশ জুনিয়র।

তারপর?

মেয়েটি এসে পাগলের মতো করতে লাগল। ও ভাবতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি অর্ণবের বিয়ে হয়ে যাবে। কাল খবরটা শোনার পর মনে করেছিল আত্মহত্যা করবে।

সে কী? কারণ?

ও নাকি বহুদিন থেকে মনে মনে অর্ণবকে ভালবেসে এসেছে।

আপনি তখন ওখানে ছিলেন?

হ্যাঁ। আমি আর অর্ণব ওর সঙ্গে কথা বলেছি।

তারপর?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ভাল যখন বেসেছিলে তুমি এতদিন সেটা জানওনি কেন? কেন চুপচাপ ছিলে? সে বলেছিল, লজ্জায় বলতে পারেনি। বলব বলব ভেবেও থেমে গিয়েছে। কিন্তু অর্ণবকে ছাড়া সে আর কাউকে ভাবতে পারে না। অর্ণব খুব রেগে গেল। ওকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলল।

মেয়েটি চলে গেল?

না, তাকে দয়া করতে বলল। আমি অনেক বোঝালাম তাকে। বললাম, জীবনে এমন হয়। কিন্তু অর্ণব এখন বিবাহিত পুরুষ। ওর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব নয়।

মেয়েটি বলল, ও যে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে পারে ভাবিনি। তা ছাড়া ও কেন আপনাকে বিয়ে করল? আপনি তো ওর থেকে বয়সে অনেক বড়।

একথা শুনে অর্ণব রেগে গেল খুব, ঠিক আছে, অনেক হয়েছে। এবার তুমি চলে যাও। প্রায় জোর করেই ওকে বের করে দিল সে। দিয়ে বলল, মাথা খারাপ মেয়েটার।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে যদি ও তোমাকে প্রেম নিবেদন করত তা হলে কী করতে?

অর্ণব হেসে বলল, তখন কেউ আমার দিকে ভাল করে তাকায়নি। আমি বেকার, গরিব, গ্রামের ছেলে, আমার দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করেনি কেউ। আমার মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

কেউ ওকে পাঠিয়েছে এখানে অভিনয় করতে।

সে কী! আমি অবাক হচ্ছিলাম।

একটা মেয়ে কোনওদিন কথা বলেনি, প্রেম করা দূরে থাক কাছেও আসেনি, সে আমার বিয়ের খবর পেয়ে ছুটে এল বাড়িতে, একথা মানা যায়? তুমি বলো?

হ্যাঁ, আমারও মনে হয় অর্ণব ঠিক বলছে। আমাদের কোনও শুভানুধ্যায়ী হয়তো চেয়েছিলেন মেয়েটিকে এখানে পাঠিয়ে ঝামেলা পাকাতে। মেয়েটি হয়তো ঠিকঠাক অভিনয় করতে পারেনি। ও যদি এসে বলত, অর্ণব ওর সঙ্গে প্রেম করত এবং প্রতারণা করে আমাকে বিয়ে করেছে তা হলে সমস্যাটা জোরদার হত। বেচারা ভুল করে বলে ফেলেছে যে ওর সঙ্গে অর্ণবের আগে আলাপ ছিল না।

পরদিনই বাড়িতে পুলিশ এল। মেয়েটি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল। ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেছে। হাসপাতালে সে বলেছে যাকে ভালবেসেছিল তার কাছ থেকে আঘাত পাওয়ায় সে বেঁচে থাকতে চায় না। অবশ্য সে বলেছে, ভালবাসার কথা সে কখনও জানায়নি ছেলেটিকে। পুলিশ ওর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে মামলা আনতে পারে। কিন্তু অফিসার অর্ণবকে বললেন, দেখুন, মামলা করে কয়েক মাস ওকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তারপর? জেল থেকে বের হলে ওর সামনে কোনও দরজা থাকবে না। আবার এখন যদি ও হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে যায় তা হলে আমার বিশ্বাস ও নির্ঘাত আত্মহত্যা করবে।

অর্ণব জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার কী করণীয়?

আমি আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি। আপনার বিরুদ্ধে ওর কোনও অভিযোগ না থাকায় আপনার কিছু বলার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু অনুরোধ করতে পারি মেয়েটিকে সুস্থ জীবন নিয়ে যেতে সাহায্য করুন। অফিসার বললেন।

অফিসার, আমি এই উটকো ঝামেলায় জড়াতে চাই না। অর্ণব বলল।

আমার হঠাৎ মেয়েটার জন্য মায়া হল। বুঝলাম, ওকে কেউ এখানে অভিনয় করতে পাঠায়নি। পাঠালে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করত না। ও যদি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে তা হলে আমরা স্বস্তি পাব? হ্যাঁ, ও যা করেছে তা অবাস্তব। এরকমটা কখনও শোনা যায় না। কিন্তু অবাস্তব ব্যাপারও তো মাঝে মাঝে বাস্তবে ঘটে।

শেষ পর্যন্ত আমি জোর করে অর্ণবকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। মেয়েটিকে খুব অসুস্থ দেখালেও আমাদের দেখে উজ্জ্বল হাসি হেসেই মুখ দু হাতে ঢাকল। বুঝলাম কৃতকর্মের জন্যে লজ্জা পেয়েছে। ওর মা এবং ভাই দাঁড়িয়েছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির ছাপ তাদের চেহারায় পোশাকে। মহিলা আমাদের পরিচয় পেয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, কী যন্ত্রণা বলুন।

জোর করে হাত মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, এই মেয়ে, আল্লাহ তোমাকে জীবন দিয়েছেন আর তুমি তাঁকে অপমান করছ?

না না। আমি কখনও আল্লাহকে অপমান করিনি, সে মাথা নাড়ল।

তা হলে আত্মহত্যা করতে গেলে কেন? হাসলাম, আল্লাহ আমাদের প্রাণ দিয়েছেন। যখন দরকার মনে করবেন তিনি সেটা ফিরিয়ে নেবেন। আমরা কেন সেই প্রাণকে জোর করে ত্যাগ করব? এতে তাঁর অপমান করা হয় না?

মেয়েটি কেঁদে ফেলল, আমি যে কী করব ভেবে পাচ্ছি না।

BanglaBook.org

তুমি ওকে খুব ভালবাস?

হ্যাঁ।

কেন?

জানি না।

বেশ তো, তোমাকে কেউ নিষেধ করেনি ওকে ভালবাসতে?

মেয়েটি চোখ বড় করে তাকাল। যেন নতুন কথা শুনছে সে!

বললাম, এতদিন তুমি যেমন তোমার মতো করে ভালবেসেছ তাই বেসো। কেমন? আমরা কেউ তার জন্য তোমার ওপর রাগ করব না।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ, তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও, বিয়ে-শাদি করো, ভাল থেকো।

আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না। শক্ত গলায় বলল সে।

ঠিক আছে, সেটা তোমার ইচ্ছে।

মা এবং ভাই দাঁড়িয়ে আছে কাছেই তবু মেয়েটি অর্ণবের দিকে তাকাল, ও যদি কথা দেয় আমি চিঠি দিলে উত্তর দেবে, ফোন করলে কথা বলবে তা হলে...। বলে থেমে গেল সে। দাঁত কামড়াল।

তা হলে তুমি ভাল মেয়ের মতো থাকবে? আর এসব করার চেষ্টা করবে না? তাই তো?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মেয়েটি।

বললাম, অর্ণব তুমি কথা দাও।

অর্ণব আমার দিকে তাকাতে আমি ইশারা করলাম। তখন সে বলল, ঠিক আছে।

মেয়েটির মুখ খুশিতে ভরে গেল।

ঢাকা থেকে চলে আসার আগে মেয়েটি আমার বাড়িতে এসেছিল। অর্ণব তখন বাড়িতে ছিল না। অনেক গল্প করল। আমার ঠিকানা, ফোন নাম্বার নিল। বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল তাকে। বললাম, ফোন নাম্বার নিচ্ছ কিন্তু প্রচুর টাকা লাগে ফোন করতে। সে বলেছিল, মাসে একবার করব। আমি তো তিনটে টিউশনি করি।

তারপর? আমি দ্বিতীয় সিগারেট ধরালাম।

তারপর আমরা এদেশে চলে এলাম। প্রতি মাসে ও একবার ফোন করে। প্রথম তিন মাসে কেমন আছি জেনে ফোন সরিয়ে রাখত। চতুর্থ মাসে ফোন করেই কাঁদতে লাগল, না দেখে থাকতে পারছে না। সে এদেশে আসতে চায়। অনেক বোঝালাম। পঞ্চম মাসে সে সরাসরি জানতে চাইল, এখানে সে এলে আমার অসুবিধে হবে কি না? আমি পরে বলব বলে কাটিয়েছি। অর্ণব খুব রেগে গিয়েছিল আমার ওপরে। ঢাকাতে যে উৎপাত শুরু হয়েছিল তাকে কেন আমি প্রশ্রয় দিচ্ছি! নীনা বলল।

ঠিক কথা, কেন দিচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

জানি না। বলতে পারেন, মেয়েটার ওপর মায়া পড়ে গেছে।

কেন?

এইরকমভাবে কখনও আমি ভালবাসতে পারিনি কাউকে।

কিন্তু ওকে প্রশ্রয় দিলে তো আপনার বিপদ হতে পারে।

কেন?

BanglaBook.org

ওর বয়স অল্প, পাগলের মতো প্রেম ওর বুকে। ধরুন ও এখানে এল, অর্ণব যদি হঠাৎ আকর্ষণ বোধ করতে থাকে? জিজ্ঞাসা করলাম।

হেসে ফেলল নীনা, সে ভয় আমার নেই।

কেন?

ওটা ঢাকায় থাকলে সম্ভব হতে পারত। কিন্তু আমেরিকার জীবন খুব মেকানিক্যাল। এখানে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হয়। যেসব ইমোশন্যাল ব্যাপার হৃদয়কে তৃপ্তি দেয়, অথচ বেঁচে থাকাকে বিপন্ন করে এখানকার বেশির ভাগ মানুষ তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। এই দেখুন না, মাত্র কয়েক মাস অর্ণব এদেশে এসেছে। এর মধ্যেই ওর মধ্যে তুমুল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটি ঢাকায় থাকে?

হ্যাঁ। সে নাকি পাসপোর্ট বের করে ফেলেছে।

টিকিটের দাম তো অনেক।

হ্যাঁ। তা ছাড়া আমেরিকায় আসার ভিসা ও পাবে না। ভয় হচ্ছে কোনওভাবে টাকা পয়সা জোগাড় করে দালালদের যদি দেয় তা হলে আর এক বিপদ।

মেয়েটিকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। বললাম।

সাদামাটা বাঙালি মেয়ে। হাসল নীনা।

হোক। তবে সাদামাটা আর কোথায় থাকল। কী নাম ওর?

কল্পনা, কল্পনা ওয়াহিদ।

আমি তো ফেরার সময় ঢাকা হয়ে কলকাতায় যাচ্ছি, গোটা দিন ঢাকায় থাকব। কী করে যোগাযোগ করা যায়?

আপনি ঢাকা হয়ে ফিরছেন! খুব ভাল হল।

আপনার বই সে নিশ্চয়ই পড়েছে। আমি ওর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। ওদের বাড়িতে ফোন নেই, পাশের বাড়ির নাম্বারে ফোন করলে ডেকে দেয়। হাসল নীনা, দেখুন না কী বলে?

আমার সঙ্গে কী কথা বলতে চাইবে?

যখন জানবে আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলে গিয়েছেন তখন বলবে। তা ছাড়া আমি আপনার হাতে একটা চিঠিও দিতে পারি।

সেটাই ভাল। কিন্তু আমি কী কথা বলব?

ওকে যদি বোঝাতে পারেন। ভালবাসার জন্য জীবন নিয়ে জুয়ো খেলার কোনও মানে হয় না। মানুষের তো একটাই জীবন। আর ভালবাসা মানেই দুজন।

তবু মানুষ ভালবাসতে চায়। দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে, জেনেও সে ভালবাসে।

অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? উঠে দাঁড়াল নীনা, নিন শুয়ে পড়ুন।

নীনা চলে গেল কিন্তু বিছানায় শুয়েও আমার ঘুম আসছিল না। এই অদ্ভুত ঘটনা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। অর্ণবকে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে সে বেশ ভাল ছেলে, সাধারণ, কিন্তু নীনাকে খুব ভালবাসে। বয়সের পার্থক্যটাকে মনে রাখছে না। নীনা মেয়েটি অবশ্যই ভাল। ব্যক্তিত্ব আছে। সাধারণত সুন্দরী মেয়েদের এই ব্যাপারটা থাকে না। বয়সকে স্বচ্ছন্দে জয় করেছে নীনা। কজন পারে। অর্ণব সম্পর্কে ওর মাঝে শুধু ভালবাসাই নয়, দায়িত্ববোধও রয়েছে, নইলে ওকে চৌকস করার জন্য একা কাজ করতে

BanglaBook.org

পাঠাত না। নীনা অত্যন্ত ভদ্র এবং আন্তরিক। এই যে ও আমাকে ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল, ক'জন আনবে? অতএব সাহসীও বলতে হয়। একা এই ফ্ল্যাটে থাকে, আমার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই, কিন্তু নিজের ওপর আস্থা থাকায় সে আমায় এখানে আনতে পেরেছে।

ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। বাইরে মেঘলা থাকায় সময় বুঝতে পারিনি। ঘড়ি দেখলাম, আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এই ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রনাথের গান বাজছে। উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে। শুনে মনটা ভাল হয়ে গেল।

ওমা! একেবারে যাওয়ার জন্যে তৈরি? কিচেন থেকে বেরিয়ে এল নীনা।

পাক্কা আট ঘণ্টা সময় লাগবে। রাত হয়ে গেলে পোর্ট অথরিটি থেকে যেতে পারব না ব্রুকলিনে। বললাম।

ওসব শুনছি না। ইলিশ রান্না করছি, ভাত খেয়ে তবে যাবেন।

ভাত খেয়ে? অসম্ভব। আমি যদি দুটোর বাস ধরি তা হলে রাত দশটায় পৌঁছাব। তখন ম্যানহাটন সুনসান হয়ে যায়। ড্রাগ খাওয়া কালোগুলো আমাকে ছিঁড়ে খাবে। আপনি কি তাই চান?

ও কী কথা! আপনার ক্ষতি হোক চাইব কেন? কিন্তু ওসব কিছু হবে না। রাত দশটায় নামলে হবেই।

আপনি তিনটার প্লেনে উঠবেন, পৌনে বারোটার মধ্যে নিউইয়র্কে পৌঁছে যাবেন। তখন যথেষ্ট রোদ থাকবে। কোনও সমস্যা হবে না।

প্লেন? আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? প্লেনের টিকিটের দাম কত জানেন? শুনেছি এদেশে দিনের দিন প্লেনের টিকিট কাটলে দাম বেড়ে যায়। দিন দশ পনেরো আগে কিনলে একটু সস্তা হয়। প্রতিবাদ করলাম।

আপনাকে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। বসুন, চা আনছি।

মাথা ঘামাব না মানে? যাব আমি আর আপনি মাথা ঘামাবেন?

হ্যাঁ, আমার এক পরিচিত ট্র্যাভেল এজেন্ট আছে। তাকে ফোন করেছিলাম। সে টিকিট ম্যানেজ করে দিচ্ছে। এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় তার অফিস থেকে টিকিট তুলে নিতে হবে।

কত নেবে বলল?

সেটা আপনাকে জানতে হবে না। আপনার বাসের চেয়ে বেশি নয়। বলে কিচেনে ঢুকে পড়ল সে।

অতএব বসে পড়লাম সোফায়। এদেশের টিকিটের ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না। একবার ওয়াহিও থেকে নগদ টিকিট কেটে বাসে উঠেছিলাম। আমার লেগেছিল একশো ডলার। জেনেছিলাম ওই পথ যদি প্লেনে যেতাম এবং দিন পনেরো আগে টিকিট কাটতাম তা হলে যাতায়াতের জন্য দিতে হত একশো কুড়ি ডলার অর্থাৎ এক পিঠ পড়ত ষাট ডলার, বাসের ভাড়ার থেকে চল্লিশ ডলার কম। পশ্চিমবাংলা অথবা বাংলাদেশে এরকমটা ভাবা যায়? হ্যাঁ, আট ঘণ্টা বাসে বসে থাকার বদলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছে যায়। কষ্ট হবে না একটুও ভাবতে ভাল লাগার কথা কিন্তু নীনা আমার টিকিটের দাম নেবে না। এ কেমন কথা!

এয়ারপোর্ট পৌঁছে দিল নীনা। বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার পর বলল, আপনাকে ঠিকঠাক

BanglaBook.org

যত্ন করতে পারলাম না।

বিনয় করা ভাল কিন্তু এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হেসে বললাম, কাল রাত্রে খুব ভাল খেয়েছি কিন্তু আজ দুপুরের ইলিশ লাঞ্চ আরও ভাল।

ধ্যাৎ! আমি রাঁধতেই পারি না। লজ্জা ওর মুখের সর্বত্র।

আমাদের ডাক এসেছে প্লেনে ওঠার। নীনা জিজ্ঞাস করল, দাদা, আবার কবে দেখা হবে?

হবে। একবার যখন আলাপ হল তখন হবেই।

এত জোর দিয়ে কী করে বলছেন?

মন বলছে তাই।

আপনার মন আমার সম্পর্কে কী বলছে?

আপনি দুঃসাহসী।

সেটা তো ভাল নয়। আচ্ছা দাদা, আমি কি আপনাকে তুমি বলতে পারি?

অবশ্যই। তুমি তো আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমি এই প্রথম তুমি বললাম তাকে। দুষ্টুমির হাসি হাসল সে, কত?

দ্বিতীয়বার ঘোষণা হতে আমাকে বিদায় নিতে হল, উত্তরটা দিতে হল না।

ঢাকার জিয়া বিমানন্দরে মতিন ভাই এসেছিলেন। অতএব ভিসা নিয়ে বাইরে যেতে অসুবিধে হল না। আমি ঢাকা শহরে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে পারি। মতিন ভাই-এর ইচ্ছে ছিল আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমি তাকে বোঝালাম কোনও হোটেলে থাকলে আমার সুবিধে হবে। ঢাকার লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যাবে। প্রকাশকরা আছেন। অত মানুষের ভিড় ওঁর বাড়িতে হলে সবার অসুবিধে হবে। অনিচ্ছায় রাজি হলেন মতিন ভাই। আমাকে নিয়ে গেলেন ঢাকা ক্লাবে।

এখন সকাল। রাতের প্লেন ধরব। হাতে অনেক সময় আছে। আমাকে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিয়ে মতিন ভাই চলে গেলেন। স্নানটান শেষ করে হুমায়ূনকে ফোন করলাম। ওর এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ির নাম্বার আমার কাছে ছিল। সেই নাম্বারটা কাজ করছে না। নতুন বাড়ির নাম্বার আমি জানি না। হঠাৎ কল্পনার কথা মনে এল। কল্পনা ওয়াহিদ। ফোন করলাম। রিং হচ্ছে। তারপর এক ভদ্রলোকের গলা পেলাম, হ্যালো!

নমস্কার। অনুগ্রহ করে কল্পনা ওয়াহিদকে ডেকে দেবেন। বললাম।

এখন একটু অসুবিধা আছে। বাসায় কেউ নাই। ভদ্রলোক বিরক্ত।

ওঃ! তা হলে ওকে কি একটা খবর দেওয়া যেতে পারে?

বলেন।

আমি এইমাত্র আমেরিকা থেকে এসেছি। ঢাকা ক্লাবে উঠেছি। সে যেন আমার সঙ্গে আজই যোগাযোগ করে। আমি রাত্রে চলে যাব।

আপনার নামটা বলেন।

সমরেশ মজুমদার। আমি কলকাতায় থাকি।

কলকাতা? আপনি কি রাইটার সমরেশ মজুমদার?

হ্যাঁ।

আরে মশয়, কী আশ্চর্য! একটু ধরেন, আমি এখনই কল্পনারে ডাইক্যা আনতেছি।

BanglaBook.org

প্লিজ, ধরেন।

মিনিট চারেক ধরতে হয়েছিল। তারপর কল্পনার গলা পেলাম, হ্যালো।

কল্পনা?

হ্যাঁ। আপনি সত্যি সমরেশ মজুমদার?

হ্যাঁ, তোমার জন্যে একটা চিঠি আছে, তুমি নিতে আসবে?

অবশ্যই। আপনি কোথায় আছেন?

ঢাকা ক্লাবে। আমি আজই এসেছি আমেরিকা থেকে, রাতের প্লেনে কলকাতায় চলে যাব। তুমি কখন আসতে পারবে?

এখনই। রাখছি।

কল্পনার গলায় স্বরে একটুও ছটফটানি নেই, নার্ভাস হয়নি মোটেই। ওর সম্পর্কে যা শুনে এসেছি তাতে অন্যরকম মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম একটু তরল হবে।

মতিন ভাই-এর কাছ থেকে খবর পেয়ে একজন তরুণ সম্পাদক আমার কাছে চলে এল। তিনি আমার লেখা তাঁর কাগজে ছাপতে চান। আমি উশখুশ করছি। কল্পনা এসে গেলে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এই ভদ্রলোক সামনে বসে থাকলে সে সব কথা বলা সম্ভব নয়। যতবার বলছি আমি ভেবে দেখব, ততবার জোর করছেন। কিছু কিছু মানুষ কোনও ইঙ্গিত বুঝতে পারেন না। অতএব এঁর ওঠার নাম নেই। মতিন ভাই-এর ওপর রাগ হচ্ছিল। এই সময় দরজায় শব্দ হল। আমি উঠে দরজা খুলতে যেতে যেতে ঠিক করলাম এই লোকটাকে সরাবার জন্য অভিনয় করতে হবে। দরজা খুলেই দেখলাম কল্পনা দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, এসো এসো। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। খুব জরুরি আলোচনা করার আছে। এখানে এসে বসো। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।

হতভম্ব হয়ে পড়েছে কল্পনা। তার চোখ বিস্ফারিত।

আমি আবার ডাকলাম, কী হল? এসো।

সে এল। অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল।

প্রকাশককে বললাম, তা হলে ওই কথা থাকল।

অগত্যা তিনি উঠতে বাধ্য হলেন। তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। দরজাটা বন্ধ করলাম না।

তোমার নাম কল্পনা ওয়াহিদ?

জ্বি।

এই লোকটাকে চলে যেতে বলতে পারছিলাম না মুখের ওপর তাই তোমাকে ওইসব বলেছি। এখন ভাল হয়ে বসো।

আপনি সত্যি সেই সমরেশ মজুমদার?

কোন সমরেশ?

যিনি সাতকাহন লিখেছেন? ওর মুখে অপার বিস্ময়।

হ্যাঁ। তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?

আমি ভাবতেই পারছি না।

অর্ণব কিন্তু আমাকে দেখেই চিনতে পেরে আলাপ করেছে।

কোথায়।

BanglaBook.org

আতালান্তিক সিটিতে।

ওখানে ও একা থাকে, না?

হ্যাঁ, খুব ভাল আছে। এই নাও, তোমার চিঠি। আমি সুটকেস খুলে নীনার দেয়া খামটা বের করে দিলাম। সে খামটা খুলল। চিঠি পড়ল। মুখে হাসি ফুটল। সন্দুরী সে নয় কিন্তু অতীব সুশ্রী। ওর রূপে ঔদ্ধত্য নেই কিন্তু মোলায়েম শান্তি আছে। চিঠি পড়া শেষ করে সে তাকাল, আপনি নীনা আপার বাসায় ছিলেন?

হ্যাঁ।

সেতো সেখানে নেই। পরিষ্কার তাকাল কল্পনা।

না। নীনা একাই আছে। একটা রাত ছিলাম ওর কাছে। খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছে।

নীনা আপা রান্না করতে পারেন?

খুব ভাল। তুমি কেমন করো?

একদম বাজে। হেসে ফেলল মেয়েটি।

তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

এবার তো শেষ পরীক্ষা, কী জানি কেমন হবে।

অন্যদিকে মন না দিয়ে ভাল করে পড়াশুনা করো।

আমি তো অন্যদিকে মন দিই না।

দাও না?

ও, ওটা না হলে আমি মরে যাব।

কেন?

আমি জানি না।

কিন্তু কল্পনা ব্যাপারটা তো অবাস্তব।

আমি জানি।

যদি জেনেই থাকো তা হলে এসব করছ কেন?

আপনাকে আমার কথা কে বলেছে? নীনা আপা না ও?

অর্ণব কিন্তু বলেনি। খুব অল্প সময় ছিলাম আমরা একসঙ্গে।

নীনা আপা কি আমাকে খুব খারাপ বলেছেন?

একদম নয়। তোমার প্রশংসা করেছে সে।

উনি খুব ভাল।

বেশ, যদি তুমি ওর ভাল চাও তা হলে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছ না কেন? ওরা ওদের মতো থাক, তুমি তোমার মতো।

আমার একদম ভাল লাগে না।

কেন?

ও আমার জীবনে না থাকলে আমি মরে যাব।

কিন্তু তোমার জীবনে সে কোথায় আছে? তুমি ঢাকায় সে ওখানে। তোমাকে কি অর্ণব ফোন করে? চিঠি দেয়?

ফোন কী করে করবে? আমাদের বাড়িতে তো ফোন নেই। জানেন, পাশের বাড়ির চাচা খুব উত্তেজিত হয়ে নিজেই ছুটে এসে বলেছে, কল্পনা, যা, শিগগির গিয়া ফোন ধর। রাইটার সমরেশ মজুমদার ফোন করেছেন। অন্য কেউ হলে বলত, এখন ত সুবিধা আছে,

BanglaBook.org

নাম বলেন, ওরে খবর দিব। লোকটির বাচনভঙ্গি নকল করে বলল কল্পনা।

বেশ, ফোন না করতে পারলে চিঠি লিখতে তো পারে।

কী বলব বলুন তো। নীনা আপা ওর ঠিকানা আমাকে দেননি। আমি নীনা আপাকে চিঠি লিখি। তখন ওর খামে আলাদা করে খাম ভরে দিই। নীনা আপা নিশ্চয়ই সেটা ওর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

অর্ণব তো তোমাকে একটারও জবাব দেয়নি?

না।

তা হলে তুমি কেন এক তরফা লিখে যাচ্ছে?

কেন লিখব না? আমি জানি ওর পক্ষে কিছু লেখা খুব মুশকিল। তাই বলে আমি আমার কথা ওকে জানাব না কেন? প্রতিবাদ করল কল্পনা।

শোনো, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, ধরো তুমি বিবাহিতা, তোমার স্বামীকে কেউ প্রেম নিবেদন করছে, তুমি সহ্য করবে?

আমি তো ওর বিয়ের পর থেকে ভালবাসিনি। অনেক আগে থেকে ভালবেসেছি। তখন নীনা আপা ওর জীবনে ছিলেন না।

কিন্তু সে কথা তো অর্ণব জানত না।

আমি জানাইনি বলে জানত না।

জানাওনি কেন?

আমি খুব বোকা ছিলাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটা গান শুনে আমার এই অবস্থা হল। যদি গানটা না ভাল লেগে যেত।

কী গান?

আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি, আর মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থেকেছি।

বেশ। তারপর যখন শুনলে অর্ণবের বিয়ে হয়ে গেছে এখন চুপচাপ দূরেই থেকে গেলে না কেন? তাতে তো মুগ্ধতা কমত না।

আমার জিনিস অন্যের হয়ে যাচ্ছে জেনে চুপ করে থাকব?

তোমার জিনিস?

ওই ধরুন চাঁদ, আপনি যখন দ্যাখেন তখন আপনার নিজের বলে মনে হয়? যদি শোনেন ওই চাঁদটাকে কেউ ধ্বংস করে দিতে চলেছে আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না? বলুন?

এরকম যুক্তি আমি কখনও শুনিনি। তবু বললাম, কিন্তু তোমার জন্যে ওর জীবনে অশান্তি হতে পারে একটা ভেবেছ?

মাথা নাড়ল কল্পনা, না। নীনা আপা আমাকে লিখেছে আমাকে ওর ভাল লেগেছে। আমি যদি অশান্তি করতাম তা হলে কি ওকথা লিখত?

নীনা ভাল মানুষ। তাই তোমাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। অন্য কোনও মেয়ে হলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগই রাখত না। চিঠি দিয়ে উত্তর পেতে না।

আপনি কি আমাকে শাসন করার জন্য ডেকেছেন?

না। আমি চাইছি তুমি ব্যাপারটা বোঝো। তুমি যা করছ তাতে তোমারই ক্ষতি হবে।

আমি ওর কথায় দিশেহারা হয়ে পড়ছিলাম।

মাথা নাড়ল সে, আমার লাভ ক্ষতি আমাকেই বুঝতে দিন।

BanglaBook.org

হতভম্ব হয়ে গেলাম। এইটুকু মেয়ের মাথায় ভূত না চাপলে ওভাবে কথা বলতে পারে না। মোহগ্রস্ত শব্দটির কথা জানি। কিন্তু উদাহরণ এখন দেখলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এখন কী করতে চাও?

আমি নীনা আপাকে লিখেছি আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে। আমি ওখানে যাব।

কী করে যাবে? ভিসা দেবে না মার্কিন সরকার। তা ছাড়া টিকিটের দাম কত জানো?

জানি। আমার বিয়ের জন্যে যে টাকা রাখা আছে তাতে হয়ে যাবে।

সর্বনাশ! মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

সর্বনাশ বলছেন কেন? সে প্রতিবাদ করল।

তুমি পাগলামি করছ!

ভালবাসলে মানুষ একটু পাগল হয়। আপনাদের মীরা হয়নি?

মীরা? কে মীরা।

মীরাবাঈ। যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে পড়েছিলেন। মীরার ভজন শোনেননি? উনি তো শ্রীকৃষ্ণকে একতরফা ভালবেসে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জিতে নিয়েছিলেন।

তুমি সেইভাবে জিততে চাও? এ মেয়েকে আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

না। মাথা নাড়ল সে।

আমি ওর কাছে থাকব। ওর যাতে কষ্ট না হয় তাই দেখব।

তার মানে, তুমি আমেরিকায় নীনা আর অর্ণবের বাড়িতে থাকবে?

জ্বি।

কিন্তু তুমি কি জানো, আমেরিকায় ডিভোর্স না করে আবার বিয়ে করলে আইন কী শাস্তি দেয়? কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

জানি। আমি তো ওকে বলছি না বিয়ে করতে। নীনা আপা ওর বউ, ও কেমন করে আমাকে বিয়ে করবে? আশ্চর্যকথা।

তা হলে কীভাবে থাকবে?

কেন? আপনি কীভাবে নীনা আপার বাসায় ছিলেন? আমিও চাকরি করব, নীনা আপাকে টাকা দেব, ওর সেবা যত্ন করব।

তুমি তো ভাল রান্না জানো না বললে।

শিখে নেব।

কিছু মনে করো না, এই অবধি যদি নীনা মেনে নেয় তা হলেও তো সমস্যা হতে পারে। তার কথা একটু ভাবো!

কী সমস্যা?

তোমার বয়স অল্প। অর্ণবেরও বয়স কম। ঘি আর আগুন এক সঙ্গে থাকলে অগ্নিকাণ্ড ঘটা অস্বাভাবিক নয়। হঠাৎই যদি তোমার শরীরে সন্তান আসে।

আসবে। সে নির্বিকার মুখে বলল।

তার মানে! তুমি অবিবাহিতা মেয়ে না?

হঠাৎ মাথা নিচু করল কল্পনা, তাতে কী হয়েছে।

লোকে কী বলবে?

ও দেশে তো এমন অনেক হয়। মায়ের পরিচয় নিয়ে সন্তান বড় হয়।

কিন্তু তুমি তো ওদেশের মানুষ নও, তুমি বাঙালি মেয়ে।

BanglaBook.org

কেন? কথায় বলে, যখন রোমে থাকবে তখন রোমানদের মতো ব্যবহার করবে।

এ দেখছি জ্ঞানপাপী। এখনও ভরসা ওর মাথা থেকে ভূত নেমে যাবে। কারণ কিছুতেই মার্কিন ভিসা পাবে না সে।

বললাম, কিন্তু নীনা যদি আপত্তি করে? ও যদি চায় তা হলে অবৈধ সন্তানের পিতা হওয়ার জন্য অর্ণবকে জেলে যেতে হতে পারে।

হঠাৎ শব্দ করে হাসল কল্পনা। আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন। নীনা আপা যে কাজে আপত্তি করবেন সেই কাজ আমি কখনওই করব না। একথা আমি তাকে লিখে দিয়েছি। আপনি এই চিঠি পড়েছেন?

না। তোমার নামে লেখা আমি কেন পড়ব?

পড়ে দেখুন। আমি আপনাকে পড়তে দিচ্ছি। সে চিঠিটা এগিয়ে দিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ বোলালাম।

স্নেহের কল্পনা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমরা ভাল আছি। তোমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে বলে জানিয়েছ। তুমি এদেশে আসতে চাও। কিন্তু এদেশের জীবন খুব সহজ নয়। আমাদের অন্তত আঠারো ঘণ্টা খুব পরিশ্রম করতে হয়। ঘরবাড়ি পরিষ্কার থেকে রান্না করা বাইরের কাজ, সব এক হাতে করতে হয়। অল্পবিস্তর অসুখ হলেও রক্ষে নেই। তোমার যা শিক্ষা তাতে প্রথমদিকে ভাল চাকরি পাবে না। স্টোর্সে, রেস্টুরেন্টে কাজ করতে হবে। সেখানে কাজ না করলে টাকা দেবে না। এসব সত্ত্বেও যদি এখানে আসতে চাও তা হলে আমাকে ভাবতে হবে। দাদা যাচ্ছেন। ওর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবে। তোমাকে আমি পছন্দ করেছি, ভালও লাগে। আমি জানি তুমি আমার কোনও ক্ষতি করবে না, তাই তোমার ক্ষতি হোক আমি চাই না। শুভেচ্ছা রইল। তোমার নীনা আপা।

পড়লেন?

হুঁ। কিন্তু তোমার বাড়ির লোকজন কী চাইছেন?

সবাই যা বলে তাই বলছে। কেউ আমাকে বুঝতে চাইছে না।

তুমি কি নিজেকে বুঝতে পারছ?

নিশ্চয়ই।

বেশ। তুমি আমার কাছে এসেছ বলে খুশি হলাম।

আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন?

বাঃ, তুমি তো বেশ বুদ্ধিমতী। কিন্তু কল্পনা, তুমি আমেরিকায় গিয়ে দেখবে অর্ণব তোমার সম্পর্কে মোটেই দুর্বল নয়। তোমাকে সে পাত্তাই দিচ্ছে না।

কী হবে?

আমি কী বলব? সে যদি আমাকে পাত্তা না দেয় তা হলে সেটা তার ইচ্ছে। আমি তো কাছাকাছি থাকতে পারব।

যদি শোনো ও কোনও আমেরিকান সাদা মেয়ের প্রেমে পড়েছে।

অসম্ভব। নীনা আপা থাকতে ও ওসব করতে পারেই না।

মতিন ভাই ফিরে এল এই সময়। আমাদের কথাবার্তাও শেষ হল।

কলকাতায় ফিরে এসে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে চিঠি দিলাম নীনাকে। এরকম ঘটনার

BanglaBook.org

কথা লিখলে পাঠকরা বলবেন কষ্টকল্পিত। তাই যেন বাস্তবে কল্পনাকে বেশি প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। মোটামুটি এইরকম লিখেছিলাম।

চিঠির উত্তরে ফোন এল, কেমন আছ দাদা?

আরে নীনা, কেমন আছ তুমি? কী খবর?

ভাল। আমি আগামী সপ্তাহে নিউইয়র্কে শিফট করছি। অর্ণবও চাকরি ছেড়ে চলে আসছে আতালান্তিক সিটি থেকে।

বাঃ! ভাল। তুমি আমার চিঠি পেয়েছ?

হ্যাঁ।

কী ঠিক করলে?

বলছি। তার আগে বলি অর্ণব আমার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে।

কেন?

আমি কেন তোমাকে বিরক্ত করেছি। কল্পনার ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করতে বলা ঠিক হয়নি, ওর মতে।

তুমি তো বলোনি। আমিই তো চেয়েছিলাম।

আসলে ও কল্পনাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

স্বাভাবিক।

কিন্তু মেয়েটার কথা ভাবো দাদা।

তুমি কী ভাবছ?

ভাবছি ওকে আমি স্পনসর করব।

সে কী!

হ্যাঁ, আসুক এখানে। দেখুন এখানকার জীবন কী শক্ত!

তারপর? তোমাদের সঙ্গে থাকবে?

ও আর কোথায় যাবে? নীনা বলল, আমরা তিন কামরার ফ্ল্যাট নিচ্ছি। ও ওর মতো থাকবে।

কিন্তু ওদের যদি কিছু হয়?

তুমি সন্তানের কথা বলছ?

হ্যাঁ।

অর্ণবের কথা শুনে মনে হচ্ছে সে হবে না। আর কল্পনা কথা দিয়েছে আমাকে কষ্ট দেবে না।

ও কথা রাখবে বলে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ। মানুষের যখন ডোবার অবস্থা হয় তখন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে।

ধরো, যেন কয়েক বছর পরে, যখন প্রকৃতি তোমার প্রতি বিরূপ হবে, অর্ণব যদি মন ফিরিয়ে নেয়?

তোমাকে তো বলেছি, ওকে মুক্তি দেব।

তখন কল্পনা?

কল্পনার অসুবিধে হবে না। ও আমার কাছেই থাকবে।

তোমার কাছে?

হ্যাঁ, অর্ণব ওকে বিয়ে করবে না আমি মুক্তি দিলেও।

BanglaBook.org

তা হলে?

দাদা, তখন আমার বয়স হয়ে যাবে। আমি কী করব? এদেশে একাকীত্ব বড় নির্মম। কল্পনা আমার সঙ্গে থাকলে আর যাই হোক, আমরা দুজনের কেউ তো একা হয়ে যাব না। আচ্ছা দাদা, রাখলাম।

টেলিফোন রেখে দিল নীনা।

অনেকদিন হয়ে গেল নীনা এবং অর্ণবের কোনও খবর পাইনি। চিঠি লেখার ব্যাপারে আমার আলস্য আসে সেটা সবাই জানে। ঢাকা থেকে ফিরে কোনওমতে নীনাকে যে চিঠিটি দিয়েছিলাম সেটা নেহাতই প্রয়োজনের তাগিদে। কল্পনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা নীনাকে জানানোর প্রয়োজন ছিল এবং ব্যাপারটাকে আমি সমর্থন করিনি বলে লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলাম।

নীনাও আমাকে টেলিফোন করেনি আর। ওরা নিউইয়র্কে চলে যাবে নতুন বাসা ভাড়া করে, সেটাও একটা কারণ ছিল। নতুন বাসার ঠিকানা আমার জানা নেই। ফোন নম্বরও। কল্পনার ঢাকার ঠিকানা আমার কাছে ছিল। কিন্তু তাকে চিঠি লেখার কোনও মানে হয় না। লিখলে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হবে। মাঝে মাঝেই মনে ওদের কথা আসত, কৌতূহল হত, এই পর্যন্ত। বন্ধুবান্ধবদের ওদের কাহিনী জানিয়েছি। তারা অবিশ্বাসের হাসি হেসেছে। বলেছে, তোমার লেখার সাবজেক্ট ফুরিয়ে গিয়েছে বলে এমন অবাস্তব প্লট ভাবছ।

কেন? কীসে মনে হল?

এরকম ঘটনা বাস্তবে ঘটে না। ঘটতে পারে না। একে কুড়ি বছরের বড় মহিলার প্রেমে পড়ে বিয়ে করা তার ওপর এমন একটা মেয়েকে আমদানি করেছ যে নীরবে দূর থেকে প্রেমিক বিবাহিত জেনেও প্রেমের পাগলামি করে যাচ্ছে। এ লেখা লিখলে লোকে তোমার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ করবে।

আমি যত বোঝাতে চাই, এ আমার কল্পনা নয়, একেবারে বাস্তব ঘটনা, ওরা কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চায় না। ছেলেবেলায় পড়া উপদেশ মনে পড়ল। জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য এক হতে পারে না। বাস্তবের মা শোকে যেভাবে কাঁদে উপন্যাসের মা কখনওই সেভাবে পারে না। অতএব ওদের নিয়ে লেখালেখির চিন্তা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। আমেরিকাপ্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি সংগঠন আমাকে আমন্ত্রণ জানাল তাদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। অ্যাস্টোরিয়ার একটি স্কুল প্রাঙ্গণে সারাদিন ধরে অনুষ্ঠানটি হবে। রাজি হলাম।

ওরা আমাকে একটি ভাল হোটেলে রেখেছিল। আমেরিকায় আর কিছু দেখার নেই বলে দিন চারেক থেকেই ফিরে আসব ভেবেছিলাম। নিউইয়র্কে নেমে অবধি নীনাদের কথা মনে পড়েছে। দু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা কোনও হদিস দিতে পারেনি। অনুষ্ঠান ভালভাবেই হল। ভেবেছিলাম, এখানকার পত্রপত্রিকায় অনুষ্ঠানে আমার আসার খবর পেয়ে নীনা অথবা অর্ণব নিশ্চয়ই সেখানে আসবে। কিন্তু আমি হতাশ হয়েছি।

যেদিন চলে আসব তার আগের বিকেলে হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছি, দরজায় শব্দ হল। উদ্যোক্তাদের কেউ এসেছেন ভেবে দরজা খুলে চমকে উঠলাম।

BanglaBook.org

কল্পনা হাসল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখলেন? না, ঠিক হল না, আমাকে পেত্নী বলা উচিত।

তুমি? তুমি এখানে কী করে?

বাঃ! আমিতো বছর পাঁচেক হল এদেশে। ঘরে ঢুকতে বলবেন না?

এসো, এসো। আমি সত্যি অবাক। এ কোন কল্পনাকে দেখছি! এখন ওর পরনে জিনসের ওপর জ্যাকেট। পায়ে জুতো। কাঁধে লম্বা স্ট্রাপের ব্যাগ। চুল কাঁধের অনেকটা ওপরে থেমে গেছে। আপাদমস্তক শরীরটি পালিশ করা। আধুনিকতার পালিশ। ঢাকার সেই আটপৌরে বাঙালি মেয়েটি উধাও হয়ে গিয়েছে।

চেয়ারে আরাম করে বসে কল্পনা বলল, আমরা তো বাংলা কাগজ পড়ি না, এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা নেই। তাই ভাবতে পারিনি কবে কখন এখানে এসেছেন। আজ সকালে এখানকার এশিয়ার টিভিতে আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখিয়েছে। তখনই নীনা আপা আপনাকে দেখেছেন। তারপর এঁকে ওঁকে ফোন করে আপনার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করেন। দেখুন, আপনার টেলিফোনের ম্যাসেজে অন্তত তিনটে ম্যাসেজ আছে।

কে ফোন করেছিল?

নীনা আপা, আপনি ঘরে ছিলেন না সারাদিন, এখন আমাকে পাঠালেন হোটেলে। আমি তো ভোর হলেই ডিউটিতে চলে যাই, একটু আগে আগে ছুটি হয়েছে। বলুন, কেমন আছেন? কল্পনা হাসল।

আছি। ভালই আছি। তোমরা কেমন আছ?

যেমন থাকা উচিত।

তোমার কথা বলার ধরন একদম বদলে গিয়েছে?

বয়স বাড়ছে তো।

কত বয়স? এখনও তো তিরিশ হয়নি।

শরীরের বয়স দিয়ে কি মনের বয়স মাপা যায়?

মনে মনে বুঝলাম, এ মেয়ে আর সেই মেয়ে নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কীভাবে এলে এই দেশে?

কেন? আপনি তো জানতেন!

না। আমার সঙ্গে নীনা বা অর্ণবের কোনও যোগাযোগ নেই।

বাঃ! আপনি তো আমার কাছেই বলেছিলেন যে নীনা আপা আমাকে স্পনসর করবেন। উনিই কাগজপত্র আর টিকিট পাঠিয়েছিলেন। না হলে তো আসতেই পারতাম। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু হার। এবার উঠুন।

কোথায় যাব?

আমাদের বাসায়। নীনা আপা অপেক্ষা করছেন।

জ্যাকসন হাইটের কাছে?

উৎসাহিত হয়ে কল্পনার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখান থেকে কতদূর?

অনেকটা। আপনি টিউবে যেতে পারবেন না ট্যাক্সি করতে হবে?

টিউবে কেন পারব না?

BanglaBook.org

বাঃ! আপনি নামী মানুষ না?

ওর বলার ধরনে ছেলেমানুষি ছিল, হেসে ফেললাম।

জ্যাকসন হাইট তো বাংলাদেশের বাঙালিদের পাড়া। এখানকার দোকানগুলোর সাইনবোর্ড বাংলায় লেখা। রাস্তায় হাঁটতেই পথচারীদের মুখে বাংলা সংলাপ শোনা যায়। এরকম পাড়ায় থেকেও বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা একদম বিশ্বাসযোগ্য নয়। চলতে ফিরতেই তো কোনও না কোনও বাঙালির সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু কল্পনা আমাকে নিয়ে চলল উলটো পথে। যেদিকে হিসপ্যানিসদের বাস। এরা স্প্যানিশদের উপজাতি। এ অঞ্চলে বাঙালি বড় একটা দেখা যায় না। হিসপ্যানিস ছেলেরা স্বভাবে বেশ উগ্র হয়, মেয়েরা শরীরে। রাস্তাতেই এরকম কয়েকজনকে দেখা গেল। হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এই পাড়ায় কেন?

কল্পনা বলল, কারণ দুটো। কেউ আমাদের ব্যাপারে কৌতূহল দেখায় না। আর বাসা ভাড়াটা একটু কম। আমরা আড়াইখানা ঘরের জন্যে মাত্র সাতশো ডলার ভাড়া দিই। বাঙালিরা যেখানে থাকে সেখানে এক ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়াও ওর থেকে বেশি।

এখানে চলাফেরার কোনও অসুবিধে হয় না?

বেশি রাত করলে, হয়। আমরা সন্ধের মধ্যে ফিরে আসি। কল্পনা জানাল। একটা আটতলা বাড়ির বন্ধ গেটের ভেতর কার্ড ঢোকাল। সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে গেল। ভেতরে ঢোকামাত্র সেটি আপনাআপনি আবার বন্ধ হয়ে গেল। দরজার পর আর একটা দরজা। চারপাশে নাম্বার লেখা বোর্ড। সেখানে কয়েকটা নাম্বারের ওপর আঙুলের চাপ দিল কল্পনা। বোধহয় কোড নাম্বার। সঙ্গে সঙ্গে লিফটের দরজা খুলে গেল। কল্পনা বলল, আসুন।

বললাম, বাঃ, তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা খুব ভাল!

হ্যাঁ, চট করে কেউ ঢুকতে পারে না।

ধরো, যার কাছে কার্ড নেই, দেখা করতে এসেছে, নাম্বার জানে না, সে কী করবে?

আপনি দ্যাখেননি, মূল দরজার পাশে একটা মাউথপিস আছে। তার গায়ে ফ্ল্যাটের নাম্বার লেখা। কোন ফ্ল্যাটে যাবেন তার বোতাম টিপলে সেই ফ্ল্যাটের লোক আপনার পরিচয় জানতে চাইবে। সন্তুষ্ট হলে সে-ই রিমোটে আপনাকে দরজা খুলে দেবে। কোনও প্রব্লেম নেই। প্রথম দিকে এটি প্রায়ই ভুলে যেতাম।

লিফট থেকে নেমে আবার চাবি বের করে দরজা খুলল কল্পনা, এই আমাদের বাসা। আসুন। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ডাকল, নীনা আপা।

ইয়েস। নীনার গলা ভেসে এল।

সমরেশদাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

তাই?

এখনও বাইরে সূর্যের আলো নিভে যায়নি। সন্ধে এখানে দেরিতে হয়। জানলার কাচ দিয়ে তাই এই ঘরে নরম আলো। ছোট্ট ঘর। তাতে মোটা সাজানো। ভেতরের দরজায় যে এসে দাঁড়াল তাকে চিনতে পারলাম, এখানে বলেই পারলাম। কয়েকটা বছর চলে গিয়েছে কিন্তু নীনার শরীর যেন আমূল বদলে গেছে। বেশ মোটা হয়ে গেছে সে। সেই চোখটানা ফিগার উধাও। কাঁধ থেকে পা অবধি ঢাকা ম্যাক্সি ওর পরনে। ম্যাক্সির রং কালো। ফরসা শরীরে সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। মুখেও মাংস লেগেছে বেশ। বয়সটা

BanglaBook.org

অনেকটা ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে।

কী দেখছ অমন করে? হাসল নীনা।

তোমার এত পরিবর্তন কী করে হল? আমি প্রশ্নটা করতেই কল্পনা বলল, আপনারা কথা বলুন, আমি চেঞ্জ করে আসি।

সে ভেতরে চলে যেতে নীনা এগিয়ে এল। ওঁর হাঁটার ভঙ্গি স্বাভাবিক নয়। ডান পায়ে বেশি ভর দিয়েছে। বাঁ পাটা সামান্য টেনে টেনে এগিয়ে এসে সোফায় বসে পড়ে বলল, এখানে বসো, কতদিন পরে দেখা হল?

বসলাম, আমি তোমার এই ঠিকানা, ফোন নাম্বার জানি না। কিন্তু তুমি আমাকে ফোন করোনি কেন?

অনেকবার মন হয়েছে করি, কিন্তু করতে পারিনি।

কেন?

এই অবস্থার কথা কাউকে জানাতে একদম ভাল লাগে না।

তা হলে আজ মন চেঞ্জ করলে কেন?

তুমি নিউইয়র্কে এসেছ জানার পর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না।

খুব ভাল করেছে। কী হয়েছিল তোমার?

মানুষের যৌবন চলে গেলে সবটা কি যায়? জল শুকিয়ে গেলেও তো একটা দাগ রেখে যায়। নীনার মুখে এখনও সেই দাগটা আছে যাতে সৌন্দর্য মাঝে মাঝে চলকে ওঠে। ওর চুল পাকেনি, মুখে বয়সের ছাপ যা পড়েছে তা শুধু মেদবৃদ্ধির কারণে। বলল, আমি প্রকৃতিকে বশ করেছিলাম। ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হলে তো কিছু করার নেই। আমার ক্ষেত্রে ভূমিকম্প হল। মাটির তলায় কী হচ্ছে বুঝতে পারিনি। সেলিব্র্যাল। হাসপাতালে থাকতে হল তিন সপ্তাহ। বাঁদিকটা অবশ হয়ে গেল, কথা জড়িয়ে গেল। তারপর ফিজিওথেরাপি করে আর এখানকার হাসপাতালের কল্যাণে কথা ঠিক হল, অবশ ভাবটা চলে গেল। তবে এখনও বাঁদিকে জোর পাই না। হাঁটছি কিন্তু একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এই বছর খানেক হল আবার কাজ করতে যাচ্ছি।

এই শরীর নিয়ে?

ওই সামান্য খুঁড়িয়ে চলা ছাড়া তো কোনও সমস্যা নেই। ওষুধ খেয়ে চলেছি। কিন্তু এই যে মাস কয়েক একেবারে শয্যাশায়ী ছিলাম ওইটেই কাল হল। হুহু করে মোটা হতে লাগলাম। এতদিন ধরে ডায়াটিং, ব্যায়াম করে শরীরটাকে যেভাবে রেখেছিলাম সব ছয় মাসে বানচাল হয়ে গেল। এখন আমি পৃথুলা মহিলা। নীনার কথা শেষ হওয়ার আগেই কল্পনা ফিরে এল। ওর পোশাক আমাকে অস্বস্তিতে ফেলল। বাহুমূলের ওপর ঢোলা গেঞ্জি।

কল্পনা বলল, কিছুই বানচাল হয় না। নীনা আপা রোজ ব্যায়াম করছেন। ভোরবেলায় অনেকটা হাঁটছেন। দেখুন না, কিছুদিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

পাগলি। নীনা ওর গায়ে হাত দিল, এই বয়সে যা যায় তা আর ফিরে আসে না। দাদাকে একটু কফি খাওয়া।

সিওর। কল্পনা চলে গেল।

অর্ণব?

BanglaBook.org

সে এখন আতালান্টায়। ভাল আছে।

সেখানে কেন?

ওখানে চাকরি করছে। ভাল চাকরি। আবার বিয়ে করেছে।

আবার মানে?

বাঃ! আমার এই অবস্থার পর ওকে আটকে রাখি কী করে?

ও যেতে চাইল?

প্রথমে চায়নি। কিন্তু আমি ওকে বুঝতে পারছিলাম।

তখন কল্পনা এখানে?

হ্যাঁ। ওর তো পাঁচ বছর হয়ে গেল।

কল্পনা তো ওকে পাগলের মতো ভালবাসত।

এখানে আসার পর ওদের সম্পর্ক হয়নি।

কল্পনার খুব ইচ্ছে ছিল, অর্ণব এড়িয়ে গেছে।

কেন?

কল্পনাকে ওর পছন্দ হয়নি। নীনা বলল, অর্ণবের যাতে ভাল লাগে তাই ও নিজেকে বদলে ফেলল। আমার অসুখের আগে ও অর্ণবের সঙ্গে ঝগড়া করত ভাল করে কথা না বলার জন্যে। তারপর যেদিন কল্পনা আবিষ্কার করল অর্ণব একটি সাদা মেয়ের সঙ্গে ঘুরছে সেদিন একদম ক্ষেপে গেল। অর্ণবের ঘরে গিয়ে চড়াও হল। প্রায় হাতাহাতি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত অর্ণব বলল, ওকে বের করে দিতে। কল্পনা বলল, তুমি নীনা আপাকে ঠকাচ্ছ তুমি বেরিয়ে যাও। আমি অর্ণবকে জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েটির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? সে স্পষ্ট জানাল ওকে না দেখলে সে থাকতে পারে না।

তারপরেই তোমার ভূমিকম্প হল?

হ্যাঁ।

অথচ তুমি কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলে। অর্ণব যদি ওর প্রেমে পড়ত? যদি ওদের সন্তান আসত?

তা হলে মেনে নিতাম। কারণ মেয়েটা ওকে ভালবাসে। এইতো এখনও গায়ে পড়ে আতালান্টায় ফোন করে মেয়েটাকে শাসায় যেন অর্ণবের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে। আমি নিষেধ করি তবু শোনে না।

তারপর?

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে ওকে বললাম ডিভোর্স দিতে আপত্তি নেই। ও প্রথমে আপত্তি করেছিল। সেটা চক্ষুলজ্জায়। কিন্তু যখন বুঝল আমার তাকে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই তখন চলে গেল।

কল্পনা তাকে যেতে দিল?

হ্যাঁ। একবারও নিষেধ করেনি। এই মেয়েটা রাতদিন সেবা করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। ও না থাকলে আমি মরে যেতাম।

কল্পনা কফি নিয়ে এল ট্রেতে করে। বলল, কারও জন্যে কিছু আটকে থাকে না।

নীনা হাসল, আজকাল দার্শনিকের মতো কথা বলতে শিখেছে।

তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না? জিজ্ঞাসা করলাম।

নীনা মাথা নাড়ল, না। কল্পনা তো এখানকার জীবনে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। ভাল

BanglaBook.org

রোজগার করে। ওর সঙ্গে থাকলে...।

নীনা আপা। থামিয়ে দিল কল্পনা। দাদা ভাববেন তুমি আমার ওপর নির্ভর করে আছ। মোটেই নয়। তোমার জমানো টাকা আছে, তুমি রোজগারও করছ।

নীনা হাসল, একটাই সমস্যা। ও তো দেখতে এখন অনেক সুন্দর হয়েছে। তাই পথে ঘাটে অফিসে প্রায়ই প্রেমের প্রস্তাব পায়। কেউ কেউ জোর জবরদস্তিও করে। তা আমি বলেছিলাম ভাল ছেলে পেলে বিয়ে করে ফ্যাল।

তাই তো ঠিক। বললাম আমি।

ইনি তা করবেন না।

কেন?

ইনি নাকি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যাকে মন দিয়েছেন তাকে ছাড়া আর কাউকে শরীর দেবে না। গর্দভ! এই বাসায় পাশাপাশি ঘরে তিন বছর থেকেও সে যখন তোর শরীরে দিকে হাত বাড়াল না তখন ও রকম প্রতিজ্ঞার কথা কেউ মনে রাখে?

কল্পনা গম্ভীর হল, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নীনা আপা।

গল্প করতে করতে রাত বাড়ছিল। ওরা দুজনেই ধরল, ওখানে ডিনার করতে হবে। করলাম। নীনাই রান্না করেছে কল্পনার আপত্তি সত্ত্বেও, তুই তো রোজ করিস, আজ দাদা খাবে, তাই আমিই করি।

খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, আপনি অর্ণবের সঙ্গে কথা বলবেন?

অবাক হলাম। কী কথা বলব?

যা খুশি।

নীনা বলল, বলতে পারো।

কল্পনাই লাইন ধরে দিল। রিসিভার কানে দিতেই মহিলাকণ্ঠে মার্কিন ইংরেজি শুনলাম। বললাম, অর্ণবের সঙ্গে কথা বলব। আমি সমরেশ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অর্ণব ফোন ধরল, দাদা! আপনি? কোত্থেকে?

নিউইয়র্ক থেকে বলছি। কেমন আছ?

এই চলে যাচ্ছে। আপনি সব শুনেছেন।

আজ শুনলুম।

আচ্ছা, আপনি বলুন দাদা, আমার দোষ কোথায়? নীনা জোর করে আমার ওপর কল্পনাকে চাপিয়ে দিচ্ছিল, আমি মানতে পারিনি। অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার বলেছে নীনার পক্ষে দাম্পত্য জীবন করা অসম্ভব। তার ইচ্ছে আমি কল্পনার সঙ্গে থাকি। তাই পারলাম না। বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু আমেরিকান সাদা মেয়ে কেন?

দুটো কারণে। প্রথমত, এরা আমার প্রাক্তন জীবন নিয়ে কৌতূহলী নয়। দ্বিতীয়ত, নীনার পরে বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করতে হলে কল্পনাকেই করতে পারতাম। তা যখন করিনি তখন সাদা আমেরিকানই ভাল। আবেগের ব্যাপারটা তেমন থাকবে না।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম রাত এগারোটায়। বিদায় নেবার সময় নীনা আমার হাত ধরে বলেছিল, দাদা, বলো তো, মানুষের সবচেয়ে বড় অসুখের নাম কী?

BanglaBook.org

বলেছিলাম, ভালবাসা। আবার সবচেয়ে বড় সুখের নামও তাই। ভালবাসা।

টিউবের নির্জন কামরায় হোটেলে ফিরতে ফিরতে মানসচোখে দেখতে পাচ্ছিলাম, জ্যাকসন হাইটের বহুতল বাড়ির ওপরের একটি ফ্ল্যাটের টিভির সামনে বসে রয়েছে দুই অসমবয়সি রমণী।

পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG